বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ

জুন ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংক্ষিপ্ত শব্দ

এডিবি	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
ডিএফএটি-অস্ট্রেলিয়া	ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স এ্যান্ড ট্রেড-অস্ট্রেলিয়া
বিবিএস	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস
বিএমডি	বাংলাদেশ মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট
বিডব্লিউডিবি	বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
সিবিএস	সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম
সিসিডিএমসি	সিটি করপোরেশন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
সিডিএমপি	কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম
সিএফএবি	ক্লাইমেট ফোরকাস্ট এ্যপ্লিকেশনস ইন বাংলাদেশ
সিএফআইএস	কমিউনিটি ফ্লাড ইনফরমেশন সিস্টেম
সিএসডি	সেন্ট্রাল সাপ্লাই ডিপো
ডানিডা	ডেনিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
ডিসি	ডেপুটি কমিশনার
ডিডিএম	ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
ডিডিএমসি	ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ডিএমআইসি	ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার
ডিআরআরও	ডিস্ট্রিক্ট রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার
ইসি	ইউরোপিয়ান কমিশন
ইকো	ইউরোপিয়ান কমিশন ফর হিউম্যানিটারিয়ান অফিস
ইকেএন	এমব্যাসী অব দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস
ইডব্লিউএস	আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম
এফএও	ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন
এফসিডি/আই	ফুড কন্ট্রোল, ড্রেইনেজ এ্যান্ড/অর ইরিগেশন
এফএফডব্লিউসি	ফ্লাড ফোরকাস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার
জিবিএম	গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
জিডব্লিউপি	গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ
এইচসিটিটি	হিউম্যানিটারিয়ান কোঅরডিনেশন টাস্ক টিম
এইচওয়াইভি	হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিজ
আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
আইএমডিএমসিসি	ইন্টার-মিনিস্টারিয়াল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোঅরডিনেশন কমিটি
আইওএম	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন
আইভিআর	ইন্টারএ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স
আইডব্লিউএম	ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং
আইডব্লিউআরএম	ইনিটগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেজ ম্যানেজমেন্ট
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি
জেএনএ	জয়েন্ট নীডস এ্যাসেসমেন্ট
কইকা	কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি
এলসিজি-ডিইআর	লোকাল কোঅরডিনেশন গ্রুপ-ডিজাস্টার ইমারজেন্সি রেসপন্স
এলজিইডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এলএসডি	লোকাল সাপ্লাই ডিপো
এমওডিএমআর	মিনিস্ট্রি অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড রিলিফ
এমএসএল	মিন সী লেভেল
এনডিএমসি	ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল
এনডিআরসিসি	ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কোঅরডিনেশন গ্রুপ

এনইওসি	ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার
এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এনওএএ	ন্যাশনাল ওশানিক এ্যান্ড এ্যাটমোস্ফিয়ারিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পিডিএমসি	পৌরসভা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
পিআইও	প্রজেক্ট ইনফরমেশন অফিসার
রাইমস	রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম
এসডিসি	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোঅপারেশন
এসএমএস	শর্ট মেসেজ সার্ভিস
এসওডি	স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার
এসডব্লিউএমসি	সারফেইস ওয়াটার মডেলিং সেন্টার
ইউডিএমসি	ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউএসএআইডি	ইউনাইটেড স্টেইটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট
ইউজেডডিএমসি	উপজেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি
ভিজিডি	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট
ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং
ওয়ারপো	ওয়াটার রিসোর্সেজ প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন
ওয়াশ	ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন
ডব্লিউবি	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
ডব্লিউএইচও	ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন
ডব্লিউএমও	ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম), এমপি
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার নানা প্রস্তুতি এবং সাড়াদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ অধিদপ্তর বিভিন্ন দুর্যোগ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ২০১৩ সালে প্রথম বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকাশ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি প্রণয়নে 'আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করায় ইউএনডিপি কে ধন্যবাদ জানাই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে বন্যা মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে এবং বন্যা সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমি উক্ত বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা এর কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম), এমপি

মো: শাহ্ কামাল
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ সকল দুর্যোগে প্রায় প্রতিবছর বহুলোকের প্রানহানি ঘটে এবং পরিবেশ ও অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ বহুবার বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং সফলভাবে এর মোকাবেলা করেছে। ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, গত ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করেছে।

আমি বিশ্বাস করি এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকাজে সহায়তা প্রদান করায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মো: শাহ্ কামাল

মো: রিয়াজ আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়। বন্যা মোকাবেলায় এবং ঝুঁকি হ্রাসে সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিষয়। এ কারণে প্রতি বছর বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রথমবারের মতো ২০১৩ সালে বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের জন্য বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বন্যা মোকাবেলায় স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হবে। পরিকল্পনাটি জাতীয় ও স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমাতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে বন্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক বিষয় এই পরিকল্পনাটিতে আলোচনা করা হয়েছেঃ

- বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ,
- বিপদাপন্ন এলাকাতে জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ রাখা,
- তথ্য ব্যবস্থাপনা,
- স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ, এবং
- সম্পদ সংগ্রহ ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কীভাবে কাংখিত প্রস্তুতিতে পৌঁছানো যায় এবং কীভাবে বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জরুরি সাড়াদানকে শক্তিশালী করা যায়, সেসকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ পরিকল্পনাটি প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ পরিকল্পনাটি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী প্রণীত বিধায়, বাংলাদেশ সরকারের জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করবে এবং ঝুঁকিহ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করবে।

পরিশেষে পরিকল্পনাটি প্রণয়নে কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করায় ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘আর্লি রিকভারী ফ্যাসিলিটি’ এবং এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসডিসি ও ডিএফএটি-অস্ট্রেলিয়াকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মো: রিয়াজ আহমেদ

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত শব্দ i

পরিচ্ছেদ ১: ভূমিকা ও ভৌত বৈশিষ্ট্যাবলী ১

১.১ ভূমিকা ১

১.২ ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ১

১.২.১ জলবায়ুগত অবস্থা ১

১.২.২ ভূ-প্রকৃতি ১

১.৩ নদীর গঠন ২

১.৪ ভূমির ধরন ২

১.৫ বাংলাদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনা ৩

পরিচ্ছেদ ২: বাংলাদেশে বন্যার ধরন ৪

২.১ আকস্মিক বন্যা ৪

২.২ নদীসৃষ্ট বন্যা ৪

২.৩ বৃষ্টিজনিত বন্যা ৬

২.৪ উপকূলীয় বন্যা ৭

পরিচ্ছেদ ৩: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৯

৩.১ বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৯

৩.১.১ জাতীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ ৯

৩.১.২ স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ ১০

৩.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR) ১০

৩.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) ১১

৩.৪ বাংলাদেশে এলসিজি-ডিইআর মানবিক সমন্বয় ১১

পরিচ্ছেদ ৪: বন্যা সাড়াদানে তথ্য ব্যবস্থাপনা ১৩

৪.১ বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ১৩

৪.১.১ বন্যার আগাম সতর্কীকরণ পরিবীক্ষণ ও বার্তা প্রস্তুতকরণ ১৩

৪.১.২ বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ১৪

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) ১৪

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) ১৪

৪.১.৩ সতর্ক বার্তা প্রচার মাধ্যম ১৪

পরিচ্ছেদ ৫: ২০১৫ সালের বন্যাজনিত আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ১৬

৫.১ বাংলাদেশের বন্যাজনিত আপদ বিশ্লেষণ ও ঝুঁকিতে বসবাসরত জনসংখ্যা ১৬

৫.২ বাংলাদেশের জনসাধারণের বিদ্যমান বিপদাপন্নতার বিশ্লেষণ ১৭
৫.৩ সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল ১৭
৫.৪ পরিকল্পনা বিষয়ক অনুমান ১৮
৫.৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিক মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন ১৮
পরিচ্ছেদ ৬: ২০১৫ সালের বন্যার জন্য আগাম সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার প্রস্তুতি.....২১
৬.১ বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতির লক্ষ্য ২১
৬.২ বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ প্রণয়ন প্রক্রিয়া..... ২১
৬.৩ জরুরি সাড়াদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী পরিচালনা পদ্ধতি (SOP)..... ২১
৬.৪ চাহিদা নিরূপণ: টুলসমূহ ও ধারণা ২৩
৬.৫ স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি.....২৫
৬.৬ ত্রাণ সামগ্রীর আগাম মজুদ ২৫
পরিচ্ছেদ ৭: সম্পদ সংগ্রহ কৌশল.....২৮
৭.১ দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার অর্থায়নের সরকারি উৎস ২৮
৭.২ দুর্যোগে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার অর্থায়নের বেসরকারি উৎস.....২৮
৭.৩ বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য মানবিক স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক ২০১২ ও ২০১৩ সালের জন্য সংগৃহীত সম্পদ.....২৮
৭.৪ সম্পদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা.....২৯
৭.৫ ২০১৪ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনরুদ্ধারের চিত্র ২৯
সংযুক্তি ১: বাংলাদেশে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা.....৩১
সংযুক্তি ২: জেলাওয়ারী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের বণ্টন.....৩৫
সংযুক্তি ৩: বাংলাদেশে ত্রাণ সামগ্রী আগাম মজুদ রাখার জন্য সংরক্ষণ ডিপো ও সাইলোজের তালিকা.....৩৬
সংযুক্তি ৪: খাদ্য অধিদপ্তরের সিএসডি ও সাইলোজের অবস্থান.....৩৭
সংযুক্তি ৫: বাংলাদেশে উদ্ধারকারী নৌকার অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র.....৩৮
সংযুক্তি ৬: ১৯৯৮ এবং ২০০৭ এর বন্যা হতে লব্ধ শিক্ষা.....৩৯
সংযুক্তি ৭: বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ (%) ৪৩
সংযুক্তি ৮: মোট এলাকা, প্লাবিত এলাকা, এবং জেলাভিত্তিক বন্যা র‍্যাংকিং.....৪৪
সংযুক্তি ৯: বাংলাদেশে পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ স্টেশনের তালিকা.....৪৫
সংযুক্তি ১০: বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের তালিকা.....৪৭

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশে সচরাচর ঘটে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগেসমূহের মধ্যে বন্যা অন্যতম। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গেলে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে দেশটির মানুষ "বন্যার সাথে বসবাস করে"। প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশের প্রায় ১৮% এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়ে থকে। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়বহ বন্যা সংঘটিত হয় ১৯৯৮ সালে যাতে দেশের প্রায় ৬৫% এলাকা তীব্র বন্যায় প্লাবিত হয়। গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে চারটি তীব্র বন্যা সংঘটিত হয়। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে এদেশে প্রতি ৫-১০ বছর অন্তর একবার তীব্র মাত্রার বন্যা সংঘটিত হয়।

এই প্রস্তুতি পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য হলো বন্যায় কার্যকর, সময়মতো ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিত করা এবং উক্ত সাড়াদানে নেতৃত্ব প্রদানে সরকারের বিদ্যমান সক্ষমতাকে জোরদার করা যাতে দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমিত হবে ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর উপর দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস পাবে। সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাকে বর্তমান চাহিদাসমূহ পূরণ ও সমস্যাবলী সমাধানে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও পরিকল্পনাটি জাতীয় পর্যায় হতে স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় এবং মানবিক সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের সকল পর্যায় আওতাভুক্ত হয় এমনভাবে প্রণীত হতে হবে।

যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে দুর্যোগ পরবর্তী ধাপসহ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দুর্যোগ পরবর্তী ধাপে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা ও নিত্য নতুন সমস্যা চিহ্নিত করতে একটি পর্যালোচনা প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্টেকহোল্ডার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৩ পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (DDM) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR) এই প্রক্রিয়াতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছে। এই পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করতে ইউএনডিপি'র ইআরএফ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন ও সহয়াতা প্রদান করেছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একটি চিঠির মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদেও প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপাত্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। চিঠির সাথে আগাম মজুদ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য একটি টেমপ্লেট প্রদান করা হয়। সকল স্টেকহোল্ডারদের তথ্য একত্রীকরনের পর হালনাগাদকৃত বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৪ দাতা সংস্থা, এইচসিটিটি, ইউএন, আই/এনজিও, সিডিএমপি, আইএফআরসি-বিডিআরসি, এএফডি এবং অন্যন্য সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে ০৬ই জুলাই, ২০১৪ তারিখে কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাপতিত্ব করেন। পরিকল্পনাটি ১০ই জুলাই, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এলসিজি-ডিইআর এর সভাতেও উপস্থাপন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, মতামত এবং পরামর্শের ভিত্তিতে বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৪ চুড়ান্ত করা হয়।

২০১৫ সালেও একইভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একটি চিঠির মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদেও প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপাত্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সকল স্টেকহোল্ডারদের তথ্য একত্রীকরনের পর হালনাগাদকৃত বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ চুড়ান্ত করা হয় এবং দাতা সংস্থা, এইচসিটিটি, ইউএন, আই/এনজিও, সিডিএমপি, আইএফআরসি-বিডিআরসি, এএফডি এবং অন্যন্য সরকারি সংস্থাসমূহের মাঝে প্রচার করা হয়।

এই পরিকল্পনাতে জুলাই-সেপ্টম্বর ২০১৫ সময়ের জন্য বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) কর্তৃক প্রদত্ত সতর্ক বার্তা ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত (BMD) বন্যার পূর্বাভাসের উপরে ভিত্তি করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আপদ ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সম্ভাব্য বন্যায় আক্রান্ত জনসংখ্যার একটি আনুমানিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপরে বন্যার প্রভাবজনিত ঝুঁকির দুটি দৃশ্যকল্প তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। এসকল এলাকায় বিপদাপন্নতার একটি অন্যতম কারণ হলো দারিদ্রতা এবং এই অঞ্চলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কর্মসংস্থানের অপ্রতুল্যতা এবং নিম্ন মজুরির হার মানুষের অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের মানুষ বন্যার পাশাপাশি শৈত্য প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগে নিয়মিতভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে, এসকল এলাকার মানুষের বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগের সাথে খাপ খেয়ে নেয়ার সক্ষমতা অত্যন্ত কম।

এই পরিকল্পনায় বন্যার ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে এবং আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ৩৩টি জেলার বিপদাপন্ন মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার, আই/এনজিও, আইএফআরসি-বিডিআরসি, ইউএন এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার কর্তৃক আগাম মজুদের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার কথা

বিবেচনায় রেখে, এই পরিকল্পনায় বন্যার সম্ভাব্য দুটি দৃশ্যকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যমান সম্পদ এবং অনুমিত চাহিদার বিশ্লেষণ, সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কৌশল গ্রহণে সহায়তা করবে।

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় বন্যা (আকস্মিক বন্যা ছাড়া) সাধারণত অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সংঘটিত হয়, কাজেই এক্ষেত্রে আগাম সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। তবে, বন্যার আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে আরো বেশি সমাজ কেন্দ্রিক ও উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে স্টেকহোল্ডারগণ ও জনসাধারণ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়াদানে যথেষ্ট সক্ষম, তবে বন্যা সাড়াদানে আগাম প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। আগাম সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এর ফলে সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে যা দ্রুত জরুরি সাড়াদানে সহায়তা করবে। যে কোনো জরুরি অবস্থায় সময়ের অপ্রতুল্যতা দেখা দেয, কাজেই জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পূর্বেই আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখন কাজের চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং জরুরি চাহিদা পুরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সহজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এই বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাটি ব্যবহার করে স্টেকহোল্ডারগণ বন্যার জরুরি অবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই আগাম যে সকল পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে:

- বন্যাজনিত জরুরি অবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই এর পরিণতির আগাম বিবেচনা;
- আগাম মজুদ অনুযায়ী পর্যাপ্ত এবং স্থানীয় চাহিদার প্রতি সাড়াদানের জন্য বিভিন্ন দৃশ্যপট বিবেচনা;
- বন্যাজনিত যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ ও ভৌত সম্পদ চিহ্নিত করতে সক্ষমতা নিরূপণ; এবং
- দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জরুরি বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ।

সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের আরো একটি উপকারী দিক হলো এর ফলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পূর্বেই উক্ত পরিস্থিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে তার সকল দিক বিবেচনা করার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। যখন কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন চাহিদার বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য সাড়াদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তা এর বাস্তবায়নযোগ্যতা স্পষ্টীকরণ ও সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। এছাড়াও, এটি প্রয়োজন অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক ম্যান্ডেট প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা বিষয়ক ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। কোনো জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পর সাড়াদান কর্মকাণ্ড পরিচালনা বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ কোনো প্রকার বিলম্ব হলেই প্রাণহানির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাটি যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য, এমনকি প্রস্তুতি পরিকল্পনায় উপস্থাপিত জরুরি পরিস্থিতির দৃশ্যপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতেও আগাম প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হবে।

পরিচ্ছেদ ১: ভূমিকা ও ভৌত বৈশিষ্ট্যাবলী

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বন্যা প্রবণ দেশগুলোর একটি (চিত্র ১ এ বাংলাদেশের অবস্থান মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে)। বাংলাদেশের অনন্য ভৌগলিক অবস্থান ও বিশেষ ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মাত্রার বন্যা হয়ে থাকে। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ৮ টি তীব্র বন্যার ঘটনা ঘটেছে যাতে এদেশের মোট আয়তনের ৫০% আক্রান্ত হয়েছে। গত শতাব্দীর ষাট এর দশকের প্রথম দিক থেকে এ দেশটি বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এতে সাফল্য ও ব্যর্থতা মিলে মিশ্র প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।

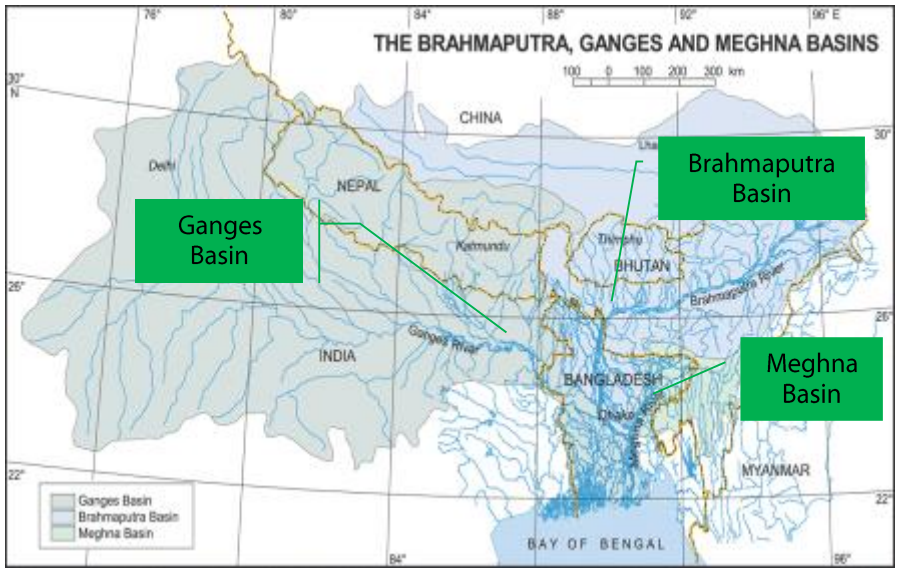

চিত্র ১: গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (GBM) অববাহিকা

১.২ ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.২.১ জলবায়ুগত অবস্থা

বাংলাদেশের অবস্থান ২০°৩৪″ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৬°৩৮″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°০১″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২°৪১″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্র। এদেশে প্রধানত চারটি মৌসুম - প্রাক-বর্ষা মৌসুম (মার্চ থেকে মে), বর্ষা মৌসুম (জুন থেকে সেপ্টেম্বর), বর্ষা-উত্তর মৌসুম (অক্টোবার থেকে নভেম্বর), এবং শুষ্ক মৌসুম (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী)। বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত ভারতীয় মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২২০০-২৫০০ মিলিমিটার, তবে তা সর্বনিম্ন ১২০০ মিলিমিটার হতে সর্বোচ্চ ৬৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% হয়ে থাকে বর্ষা মৌসুমে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। শুষ্ক মৌসুম ছাড়া অন্যান্য সময়ে গড় তাপমাত্রা ৩০° সেঃ।

১.২.২ ভূ-প্রকৃতি

ভূপ্রকৃতিগতভাবে উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ী ভূমি ছাড়া বাংলাদেশ মূলত সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের সমভূমি গঠিত হয়েছিল মূলত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো বড় নদীগুলো দ্বারা বয়ে নিয়ে আসা পলি জমে। সমতল ভূমিতে ভূমির উচ্চতা -৩ মিটার হতে ৬০ মিটারের মধ্যে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমির উচ্চতা ১০০ থেকে ১০০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চিত্র ২: বাংলাদেশের জল অঞ্চল

১.৩ নদীর গঠন

বাংলাদেশে মোট ২৩০ টি নদ-নদী রয়েছে যার মধ্যে ৫৭ টি আন্তঃদেশীয় নদী। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অবস্থান মূলত নদীর ভাটি অঞ্চলে। বাংলাদেশের নদীর বিস্তৃতির একটি রূপরেখা চিত্র ৩ এ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী গঙ্গা, বক্ষপুত্র ও মেঘনা ও সেগুলোর শাখা প্রশাখার প্রবাহ মোট ১.৭ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এসকল নদীর অববাহিকা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরেও চীন, ভারত, ভুটান ও নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এত বড় অববাহিকার মাত্র ৭% বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়েছে। নদীগুলোর পানি প্রবাহের পরিমাণ অনুসারে সেগুলোকে মূলত নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

১) প্রধান নদী: ৩০০ থেকে ১২০,০০ কিউমেক, যেমন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা
২) উপ-প্রধান নদী: ১০০ থেকে ১৫০০ কিউমেক, যেমন পুরাতন বক্ষপুত্র, ধলেশ্বরী, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, সুরমা, কুশিয়ারা, তিস্তা প্রভৃতি
৩) ছোট নদী: ১ থেকে ১০০০ কিউমেক, যেমন শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, খোয়াই, মনু, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার, কর্ণফুলী, হালদা, সাঙ্গু প্রভৃতি।

যেহেতু বাংলাদেশের ছোট ও বড় উভয় প্রকার নদ-নদী দিয়ে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর পরিমানে পলি সমৃদ্ধ পানি প্রবাহিত হয়, এই বিপুল পরিমান পলি নদীর তলদেশে জমে ধীরে ধীরে নদীগুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কমতে থাকে এবং এর ফলে নদীর পানি তীর ছাপিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বন্যা সৃষ্টি করে। দেশের আয়তনের ২০% পর্যন্ত এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হলে তা ফসল উৎপাদন ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য উপকারী। কিন্তু ২০% এর বেশি এলাকা প্লাবিত হলে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার ক্ষতি সাধন করে এবং জনজীবনে নানা প্রকার দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। শুধু উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ী ভূমি ছাড়া বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই সমতল। বাংলাদেশের ভূমি মূলত উত্তর থেকে দক্ষিন দিকে ক্রমশ ঢালু এবং ভূমির উচ্চতা উত্তরে তেতুলিয়াতে সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ন্যুনতম উচ্চতা (MSL) হতে ১ মিটার এবং দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলে তা ৬০ মিটার পর্যন্ত।

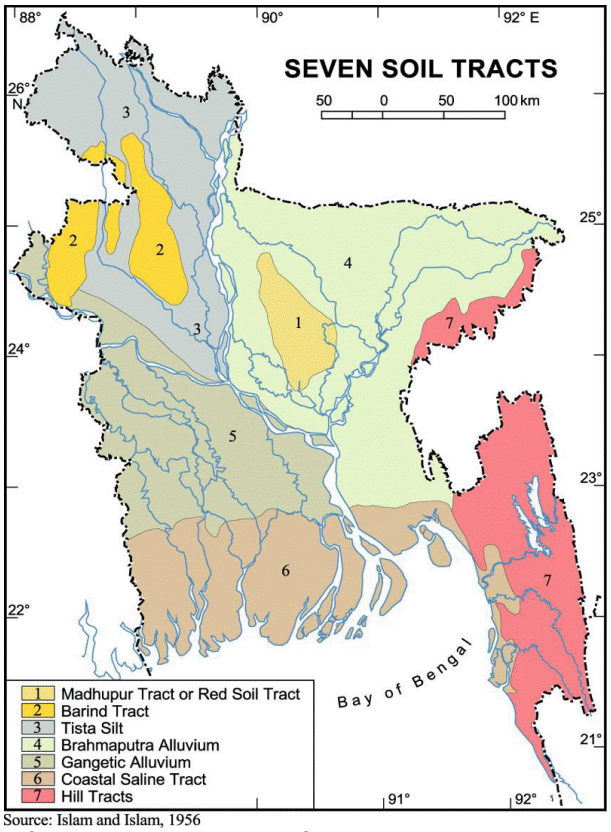

Source: Islam and Islam, 1956

চিত্র ৩: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

১.৪ ভূমির ধরন

মৌসুমী বন্যার স্থায়ীত্বকাল মূলত ভূমির ধরন ও প্লাবন ভূমির ধরনের অনুসারে হয়ে থাকে। ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূমিকে ৫ টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এসকল ভূমির বিস্তারিত বিবরণ ও আয়তন সম্পর্কে সারণি ১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

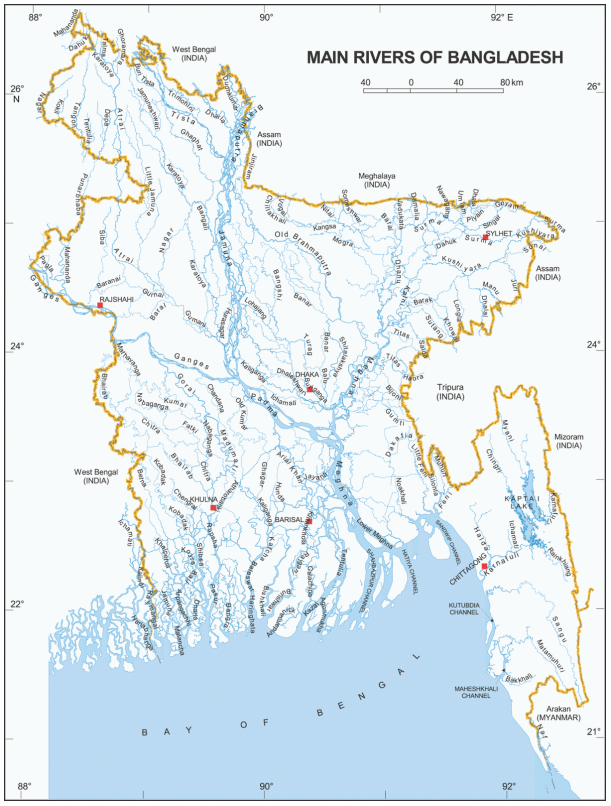

চিত্র ৪: বাংলাদেশের নদীর গঠন

সারণি ১: ভূমির ধরন, বিবরণ, ও আয়তন

ভূমির ধরন	বিবরণ	আয়তন (হেক্টরে)	আয়তনের %
উচ্চ ভূমি	স্বাভাবিক প্লাবনের উচ্চতার চেয়ে উঁচু ভূমি	৪১৯৯৯৫২	২৯
মাঝারি উচ্চ ভূমি	সাধারণত ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরতায় প্লাবিত হয় এমন ভূমি	৫০৩৯৭২৪	৩৫
মাঝারি নিম্ন ভূমি	সাধারণত ৯০ -১৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরতায় প্লাবিত হয় এমন ভূমি	১৭৭১১০২	১২
নিম্ন ভূমি	সাধারণত ১৮০ -৩০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীরতায় প্লাবিত হয় এমন ভূমি	১১০১৫৬০	৮
অতি নিম্ন ভূমি	সাধারণত ৩০০ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি গভীরতায় প্লাবিত হয় এমন ভূমি	১৯৩২৪৩	১
মোট আয়তন		১২৩০৫৫৮১	৮৫
নদী, শহর প্রভৃতি		২১৭৮০৪৫	১৫

তথ্যসূত্র: সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা কেইস স্টাডি বাংলাদেশ: বন্যা ব্যবস্থাপনা (সেপ্টেম্বর ২০০৩ ডব্লিউএমও, জিডব্লিউপি)

ভূমির বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চ ভূমি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের সকল প্রকার ভূমিই বিভিন্ন মাত্রার বন্যার শিকার হয়। প্রত্যেক বর্ষা মৌসুমে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণত দেশের ২০-২৫% এলাকা প্লাবিত হয়। তবে তীব্র বন্যার ক্ষেত্রে ৪০-৭০% এলাকা প্লাবিত হতে পারে, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ১৯৫৪-৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে সংঘটিত বন্যার ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে। উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার ভূমি বাংলাদেশের পশ্চিম, দক্ষিণ-মধ্য, উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। একেবারে নিম্ন ভূমি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার ভূমিতেই জনবসতি রয়েছে। তবে মাঝারি উচ্চ ভূমি ও মাঝারি নিম্ন ভূমিতেই জনবসতির ঘনত্ব বেশি। নিম্ন ভূমিতে মানুষ সাধারণত মাটির তৈরি বাড়িতে বসবাস করে।

১.৫ বাংলাদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলা করতে কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত উভয় প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ষাটের দশকে ১৯৬৩ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার পর বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল। তবে অ-কাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয় সত্তুরের দশকে যার মধ্যে রয়েছে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বন্যা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং একে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সম্পূর্নভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের কৃষকেদের কাম্য নয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বরং বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করা হতে হবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল ও নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদে ও আরামদায়কভাবে বসবাস করার মতো জীবনধারা গড়ে তুলতে সহায়তা করার জন্য সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। বসতবাড়ির কাঠামোতে বা শস্য উৎপাদনের প্রচলিত ধারাতে পরিবর্তনের মতো স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগের মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যেতে পারে। এছাড়াও, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনয়ন হ্রাস নিশ্চিত করতে হলে সুশাসন, যথাযথ পরিবেশ আইন, এ্যাক্ট, অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, যথাসময়ে বন্যা ও খরার পূর্বসতর্কতা ঘোষণার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস করা সম্ভব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এবং পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২: বাংলাদেশে বন্যার ধরন

বাংলাদেশের বন্যার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বাংলাদেশের উপর দিয়ে এর মোট আয়তনের ১২ গুন বেশি আয়তনের সমপরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় যা পুরোপুরিভাবে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মোট নদী অববাহিকার মাত্র ৭% দেশের মূল ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বাকী ৯৩% নেপাল, ভুটান, চীন ও ভারতের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত।
- দেশের বাইরে হতে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের নদ-নদীতে প্রবাহিত পানির পরিমাণ ১,৩৬০,০০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (m3) যার ৮৫% উৎপন্ন হয় জুন-অক্টোবার মাসের মধ্যে।
- দেশের আভ্যন্তরীন নদীসমূহ দিয়ে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তা প্রায় ৯ মিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে।
- পানি ছাড়াও নদীগুলো উজান থেকে প্রচুর পরিমাণে পলি বয়ে নিয়ে আসে। নদীগুলো বছরে আনুমানিক ১.২ থেকে ২.৪ বিলিয়ন টন পলি বঙ্গোপসাগরের বয়ে নিয়ে যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিলে বছরে মোট ১১৮৫ মিলিয়ন টনের মতো পলি বহন করে। এই পলির ৩৮% বয়ে আসে গঙ্গার পানির সাথে এবং ৬২% আসে ব্রহ্মপুত্রের পানির সাথে।
- বাংলাদেশের ১/৩ অংশ অর্থাৎ ৪৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বঙ্গোপসাগরের জোয়ারে প্রভাবিত হয়।

বন্যা কথাটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন পানির প্রবাহ নদীর তীর অথবা নদীতীরে কৃত্রিমভাবে নির্মিত বাঁধ দ্বারা আটকে রাখা যায় না। নদীর তীর উপচে পানি যখন সমতল ভূমিকে প্লাবিত করে এবং সমতল ভূমির সাথে লাগোয়া উচ্চ ভূমিকেও কিছুটা প্লাবিত করে, অথবা যখন নদীর পানির উচ্চতা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিকে বন্যা বলা হয় (Hossain, 2004)।

বন্যা প্রতি বছরই ঘটে। সবচেয়ে তীব্র আকারে বন্যা সংঘটিত হয় জুলাই ও আগস্ট মাসে। প্রতি বছর স্বাভাবিক বন্যাতে দেশের ২০% প্লাবিত হয়, তবে যে বছর তীব্র বন্যা দেখা যায়, সে বছর ৬৮% পর্যন্ত এলাকা প্লাবিত হয়। ১৯৮৮, ১৯৯৮, এবং ২০০৪ সালের বন্যাগুলো ছিল যথেষ্ট বিধ্বংসী যাতে ব্যাপক জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন মাত্রার বন্যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘুরে ফিরে আসে। এদেশে প্রতি ১০, ২০, ৫০, ১০০ বছর পর পর বন্যাতে যথাক্রমে প্রায় ৩৭%, ৪৩%, ৫২% এবং ৬৮% এলাকা প্লাবিত হয় (MPO, 1986)। বাংলাদেশে সাধারণত চার ধরনের বন্যা সংঘটিত হয় (চিত্র ৫)।

২.১ আকস্মিক বন্যা

বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ী নদীর পানি উপচে পড়ে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় (এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে)। বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। আকস্মিক বন্যার মূল কারণ হলো মেসোস্কেল কনভেক্টিভ ক্লাস্টারজনিত স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী ভারি বর্ষণ। এ ধরনের বর্ষণের বৈশিষ্ট্য হলো হঠাৎ বেড়ে যাওয়া আবার পরপরই দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়া। এর ফলে অনেকসময় বিপুল বেগে ধেয়ে আসা বন্যা ফসল, সম্পদ, ও জলমহলে মাছের ক্ষতি করে। এপ্রিল ও মে মাসের আকস্মিক বন্যা সাধারণত বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোতে শীতকালীন ধানকাটার মৌসুমে ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ২০০২, ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯ এবং ২০১০ সালের আকস্মিক বন্যা বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব হাওর অঞ্চলের একমাত্র শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি বাংলাদেশের প্রধান আকস্মিক বন্যা প্রবণ জেলা।

২.২ নদীসৃষ্ট বন্যা

বন্যা শব্দটি সাধারণত নদীর পানি যখন তীর ছাপিয়ে বা বাঁধ ভেঙে কোনো এলাকা প্লাবিত করে সেই পরিস্থিতিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে নদীর তীর ছাপিয়ে পানি বের হয়ে বন্যা সৃষ্টি হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। নদীর তীর ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টির যেসকল ঘটনা ঘটে তার৮০% ঘটে বর্ষা মৌসুম বা মৌসুমি বায়ু প্রবাহের ৫ মাসের মধ্যে, অর্থাৎ জুন থেকে অক্টোবার মাসের মধ্যে (WARPO, 2004)। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নদীতে প্রচুর পানির প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাবে পানির আধিক্য সৃষ্টি হয় ও বন্যা দেখা দেয়।

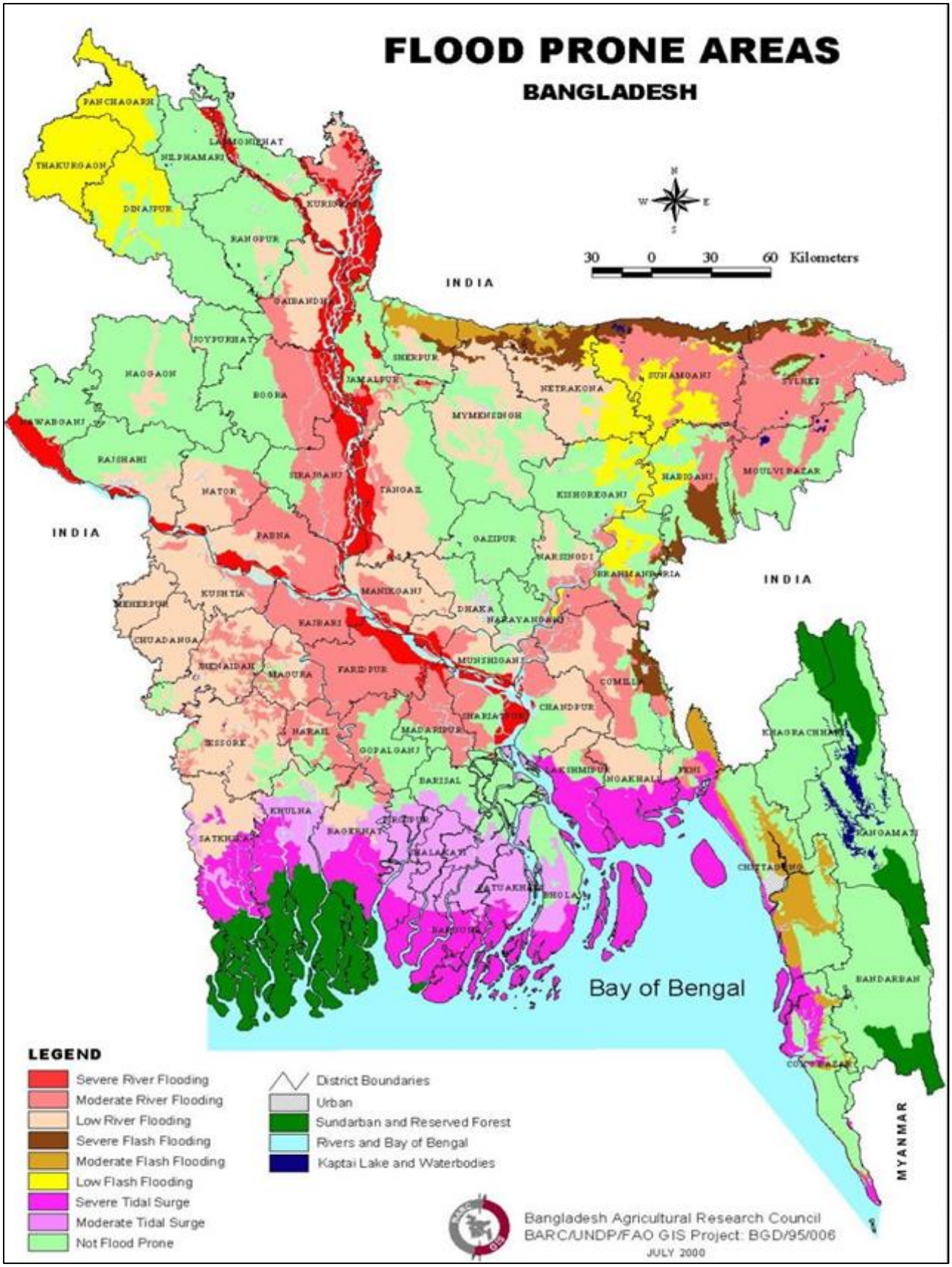

চিত্র ৫: বাংলাদেশে বন্যার মানচিত্র

আবার অন্যদিকে বছরের অন্যান্য সময়ে বৃষ্টির অভাবে ও নদনদীতে প্যানির প্রবাহ কমে যাওয়াতে পানি স্বল্পতা দেখা দেয় যার ফলে খরা সৃষ্টি হয় (IEB, 1998)। জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশের নদীগুলোতে উজান থেকে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ঘটনা বর্ষা মৌসুমের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটে থাকে। ব্রহ্মপুত্রে সর্বোচ্চ প্রবাহ সৃষ্টি হয় বর্ষা মৌসুমের শুরুতে, অর্থাৎ জুন ও জুলাই মাসে। আবার, গঙ্গাতে পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ সৃষ্টি হয় আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। যদি এ দুটি প্রধান নদীর পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ একই সময়ে ঘটে তাহলে তা ভয়াবহ বন্যার রূপ নেয়। এবং এমন ঘটনা বাংলাদেশে প্রায়ই ঘটে থাকে। বাংলাদেশের নদীগুলোর অববাহিকার প্রায় ১.৭৬ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যার ৯৩% দেশের মূল ভূখণ্ডের বাইরে ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে মিলিয়ে বছরে নদীগুলোর গড় প্রবাহের পরিমাণ ১২০০ ঘন কিলোমিটার (WARPO, 2004)। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত সবগুলো জেলাই বর্ষা মৌসুমে সাধারণ বন্যা প্রবণ।

২.৩ বৃষ্টিজনিত বন্যা

এ ধরনের বন্যা সাধারণত বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে দেখা দেয়, তবে তা মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বেশি দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ বা নদী দখল করে পানি নিষ্কাশনের পথে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বা বৃষ্টির পানি যে সমস্ত খাল বিল, নদী-নালা দিয়ে বের হয়ে যায় তা ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে অন্যান্য সমতল ভূমিতেও এ ধরনের বন্যা দেখা দিয়ে থাকে। এসকল অঞ্চলে যখন খুব ভারী বর্ষণ হয়, তখন প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের পথের মাধ্যমে বৃষ্টির পারি পুরোপুরি বের হতে পারে না এবং ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তা অস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে এ ধরনের বৃষ্টিজনিত বন্যা সৃষ্টির হার দিন দিন বেড়ে চলেছে। সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা জেলার ৯ টি উপজেলা ২০০০ সাল থেকে বৃষ্টিজনিত বন্যা ও তীব্র জলাবদ্ধতার শিকার হয়। এসকল এলাকাতে বড় বন্যা ও জলাবদ্ধতার ঘটনাগুলো ঘটেছে ২০০০, ২০০৪ ও ২০১১ সালে। বৃষ্টিজনিত জলাবদ্ধতার কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এ দুটি নগরীকে নিয়মিতভাবে জলাবদ্ধতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ২০০৪ সালে ঢাকা নগরীকে তীব্র বন্যার মুখোমুখি হতে হয় যা প্রায় এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। ২০১৪ সালের জুন মাসে ভারী বর্ষণের ফলে চট্টগ্রাম নগরবাসীকে বন্যার শিকার হতে হয়।

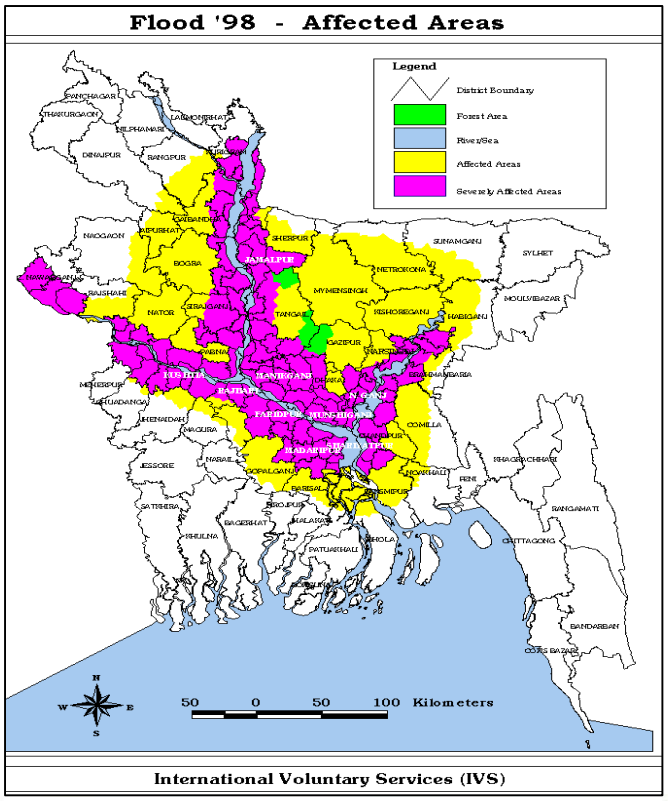

চিত্র ৬: ১৯৯৮ সালের বন্যার মানচিত্র

চিত্র ৭: ২০১২ সালের জলাবদ্ধতার মানচিত্র (JNA)

২.৪ উপকূলীয় বন্যা

এ ধরনের বন্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৮০০ কিলোমিটার উপকূল রেখা সংলগ্ন এলাকাতে ঘটে থাকে। বঙ্গোপসাগরের এই অংশটিতে মহীসোপান তুলনামূলকভাবে অগভীর এবং ২০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া পূর্ব অংশের উপকূল রেখা মোচাকার ও ফানেল আকৃতির। এই দুটি কারণে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিতএকই ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় এখানে ঘূর্নিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা আরো বেশি হয়ে থাকে। অনেক বড় আকারের ঘূর্ণিঝড়ের সময়সর্বোচ্চ ১০-১৫ মিটার পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হতে দেখা যায় যার ফলে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বন্যার সর্বোচ্চ ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায় ১২ নভেম্বর ১৯৭০, ২৯ এপ্রিল ১৯৯১, এবং ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে যাতে যথাক্রমে ৩০০,০০০, ১৩৮,০০০, এবং ৩,৪০৬ জন মানুষের মৃত্যু হয় (FFWC, 2005)। এছাড়াও জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যখন সমুদ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তাল থাকে তখন উপকূলীয় অঞ্চলগুলো জোয়ারঘটিত বন্যার শিকার হয়।

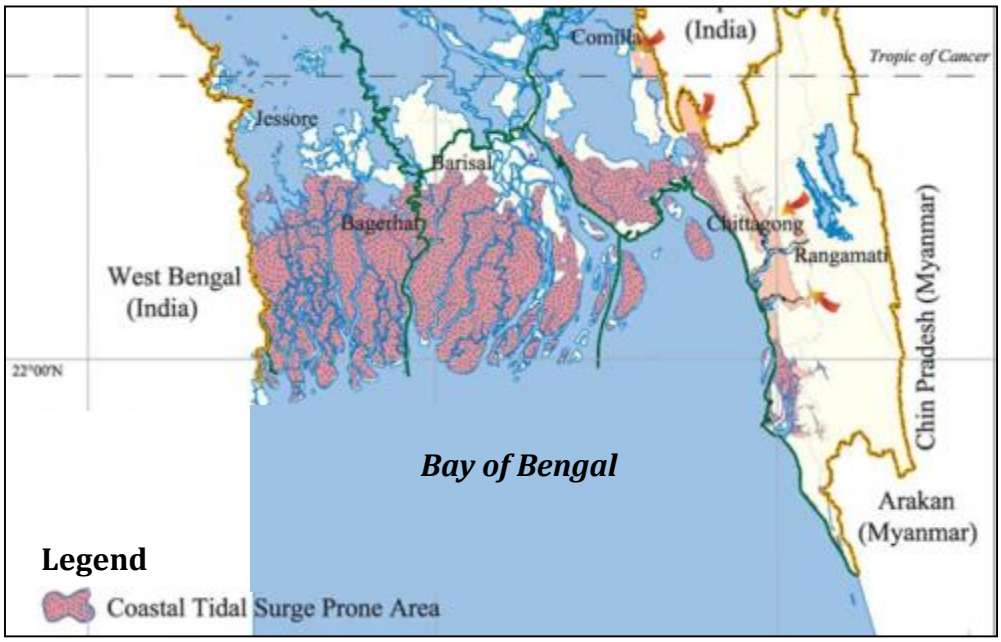

চিত্র ৮: উপকূলীয় বন্যা প্রবন অঞ্চল

বন্যার ধরন	সংঘটিত হবার সময়	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.
		আগাম বন্যা			ভরা মৌসুমের বন্যা			বিলম্বিত বন্যা			
আকস্মিক বন্যা	প্রথম পর্যায়ে										
	মাঝামাঝি পর্যায়ে										
	শেষ দিকে										
নদীসৃষ্ট বন্যা	প্রথম পর্যায়ে										
	মাঝামাঝি পর্যায়ে										
	শেষ দিকে										
উপকূলীয় বন্যা	প্রথম পর্যায়ে										
	মাঝামাঝি পর্যায়ে										
বৃষ্টিজনিত বন্যা	মাঝামাঝি পর্যায়ে										
	শেষ দিকে										

চিত্র ৯: বাংলাদেশের বন্যা ক্যালেন্ডার

সারণি ২: উল্লেখযোগ্য কিছু বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্টি হওয়া জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা

বন্যার ঘটনা	প্রভাব
১৯৭৪ সালের বন্যা	○ দেশের ৩৬% এলাকা প্লাবিত হয় (FFWC, 2005) ○ আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ○ ২৮,৭০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায়
১৯৮৭ সালের বন্যা	○ ৫৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ○ আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১.০ বিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার ○ ২০৫৫ জন মানুষের মৃত্যু হয় (বিশ্বব্যাংক, ২০০২)
১৯৮৮ সালের বন্যা	○ দেশের ৬১% এলাকা প্লাবিত হয় এবং ৪৫ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয় ○ ২৩০০ জনের মৃত্যু হয় ○ প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয় (বিশ্বব্যাংক, ২০০২)
১৯৯৮ সালের বন্যা	○ ১০০,২৫০ বর্গ কিলোমিটার (দেশের ৬৮%) প্লাবিত হয়, এবং এতে ৩১ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয় ○ ১১০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায় ○ ৫০০,০০০ ঘরবাড়ি, ২৩,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা ও ৪৫০০ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৫০০,০০০ হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিশ্বব্যাংক, ২০০২)।
২০০৪ সালের বন্যা	○ দেশের ৩৮% প্লাবিত হয় ৩৬ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয়। ○ ৭৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয় ○ ৫৮,০০০কিলোমিটার রাস্তা ৩,১০০ কিলোমিটার বাঁধ ও ১.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.২ বিলিয়র মার্কিন ডলার (এডিবি, বিশ্বব্যাংক, ২০০৪)
২০০৭ সালের বন্যা	○ দেশের ৪৩% প্লাবিত হয় এবং এতে ১৩.৩ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয় ○ ৮৩১ জনের বেশি মানুষ মারা যায় ○ ৮১,০০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং এক মিলিয়নের মতো বাড়ির কাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ৮.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়ে যায়, ৩৬১৯ কিলোমিটার রাস্তা পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং ২৫১০৪ কিলোমিটার রাস্তা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৮৮ কিলোমিটার বাঁধ ভেসে যায় এবং ১০০২ কিলোমিটার বাঁধ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৭০ টি ব্রিজ ও কালভার্ট ধ্বংস হয়। ৫৫৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৭৫৯২ টির অবকাঠামো আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬৭৩ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (DMIC SitRep, 22 September 2007).

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB),বিশ্ব ব্যাংক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ডিএমআইসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

পরিচ্ছেদ ৩: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৩.১ বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কিছু আন্তসম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে এসকল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিচের চিত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

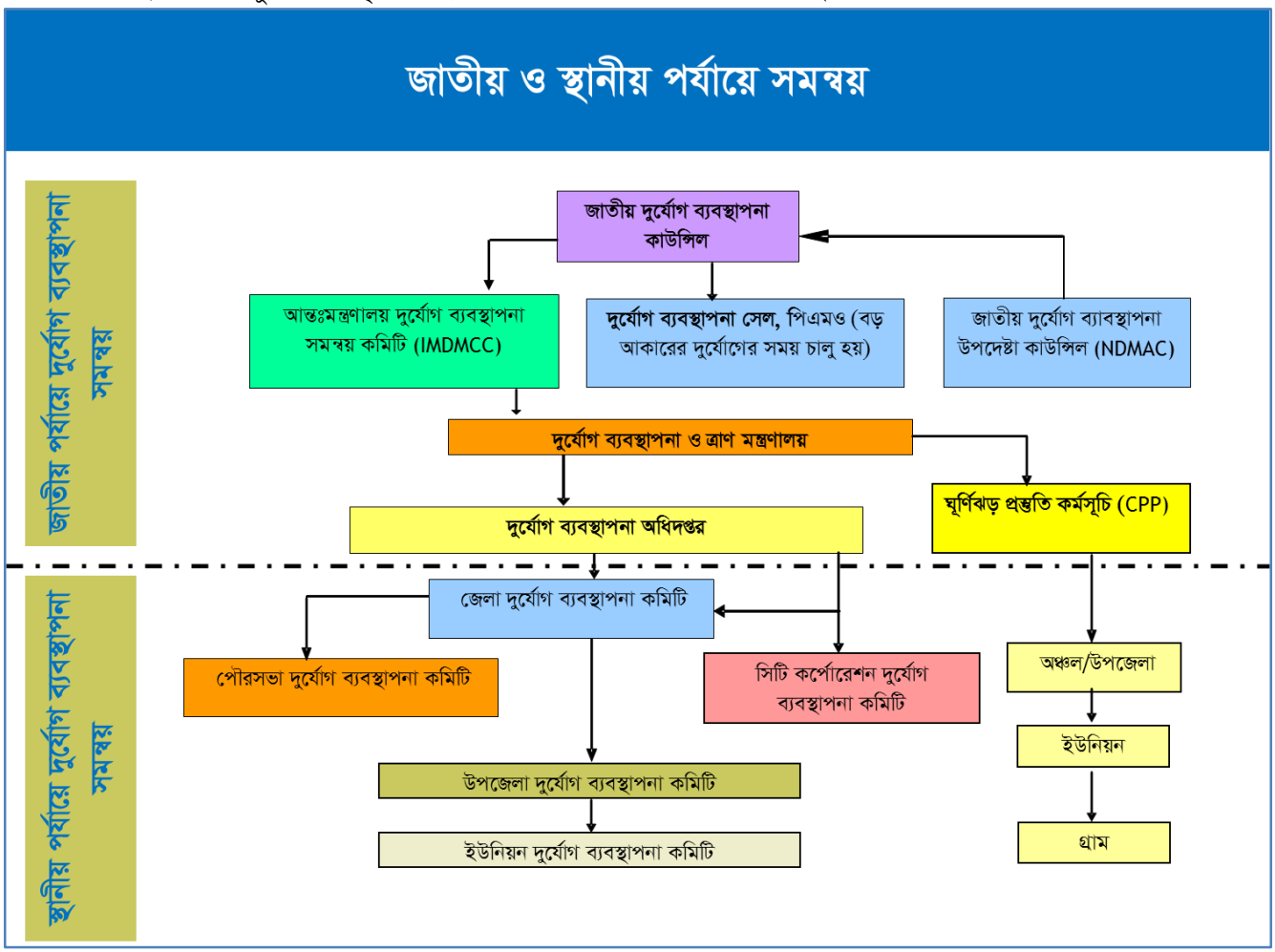

চিত্র ১০: বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৩.১.১ জাতীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিএমসি)" সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পরিকল্পনা কৌশলগত এবং ইস্যুসমূহ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (আইএমডিএমসিসি)" দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি কাঠামোপ্রস্তুত এবং এনডিএমসি ও সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (এনডিআরসিজি) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, দুর্যোগে সাড়াদান, দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সচল করা, দুর্গত এলাকা ঘোষনার সুপারিশ করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম সরাসরি ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরামর্শ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসসম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলী এবং জরুরি সাড়াদান বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে "ভূমিকম্প প্রস্তুতি এবং সচেতনতা কমিটি (ইপিএসি)" গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) পলিসি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির কাজ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডকে নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব-এর সভাপতিত্বে "ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন (এনপিডিআরআর)" গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্লাটফর্মের মূল দায়িত্ব হচ্ছে-দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সকল স্টেকহোল্ডাদের এবং নির্ধারিত উপকারভোগীদের প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়না বোর্ড (সিপিপিআইবি)" ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের সকল কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) পরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ফোকাল পয়েন্ট অপারেশন কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (এফপিওসিজি)" দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রস্তুতকৃত কনটিনজেন্সি প্ল্যানসমূহও পর্যালোচনা করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "এনজিও কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এনজিওসিসি)" দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গঠিত "কমিটি ফর স্পীডি ডেসিমিনেশন এন্ড ডিটারমিনেশন অফ স্ট্র্যাটিজি অব স্পেশাল ওয়েদার বুলেটিন (সিএসডিডিএসএসডব্লিউবি)" দ্রুততার সাথে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা/সংকেত প্রচারণার উপায় ও উপকরণসমূহ যাচাই ও নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে "ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এন্ড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস টাস্কফোর্স (ডিএমটিপিএটিএফ)" গঠন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির সকল কর্মকান্ড সমন্বয় ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ টাস্কফোর্স কাজ করে।

৩.১.২ স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর সভাপতিত্বে গঠিত "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডিডিএমসি)" জেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- প্রতিটি উপজেলা চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত "উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউজেডডিএমসি)" উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- ইউনিয়ন পর্যায়েই উনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত "ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি)" সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- সিটি কর্পোরেশন মেয়র-এর সভাপতিত্বে "সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিডিএমসি)" কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) মেয়র-এর সভাপতিত্বে গঠিত "পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিডিএমসি)" পৌর এলাকাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।

৩.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে (MoDMR) জাতীয় ঝুঁকি হ্রাস পুনর্গঠন কর্মসূচি পরিচালানার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই এজেন্ডার সাথে সম্পর্কিত এই মন্ত্রণালয়ের মিশন হলো "দুর্যোগে প্রচলিত সাড়াদান ও ত্রাণ কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে একটি সর্বাত্মক ঝুঁকি হ্রাসকরণ ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা চালু করা এবং জনগোষ্ঠীসমূহের মাঝে আপদ সহনশীলতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তার প্রসার করা"। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থার মাঝে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগসমূহের সমন্বয়ের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের (MoDMR) উপরে অর্পণ করা হয়েছে। সময়ের দাবী মেটানোর লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করতে ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) জারি করে এবং ২০১০ সালে এর পরিমার্জনা করা হয়। এছাড়াও

এই মন্ত্রণালয় ধারাবাহিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের বিভাগ/সংস্থাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বোঝানো ও সেগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করার অঙ্গীকার ভিত্তিক লক্ষ্য নিয়ে এই পরিমার্জিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) প্রস্তুত করা হয়। এই স্থায়ী আদেশের অধীনে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই প্রক্রিয়াতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এসকল কমিটিকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে।

৩.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট হলো ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের প্রভাবজনিত সার্বিক বিপদাপন্নতা হ্রাসকরণ। এছাড়াও এসকল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কর্মসূচির মাঝে সমন্বয় সাধন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নও এই অধিদপ্তরের ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিদপ্তরের দায়িত্বসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অগ্রগতি সাধন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রচেষ্টাসমূহের বাস্তবায়ন, এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ক. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকরপ্রভাব সহনীয় পর্যায়ে এনে সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা;
খ. দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্যজরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা;
গ. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালীকরা;
ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সুপারিশ, ইত্যাদি বাস্তবায় নকরা;
ঙ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
চ. সকল দুর্যোগ কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোগড়ে তোলার লক্ষ্যে সমীচীনও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.৪ বাংলাদেশে এলসিজি-ডিইআর মানবিক সমন্বয়

দুর্যোগ ও জরুরি সাড়াদান বিষয়ক এলসিজি-ডিইআর ওয়ার্কিং গ্রুপ (LCG-DER) সকল প্রধান স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কৌশলগত ধারণা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য সরকার ও তার উন্নয়ন সহযোগীদের কেন্দ্রীয় ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এলসিজি'র ১৮ টি বিষয় ভিত্তিক ওয়ার্কি গ্রুপের একটি হিসেবে দুর্যোগ ও জরুরি সাড়াদানে (DER) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বৃহত্তর পরিসরে (ঝুঁকিহ্রাস, পূর্বপ্রস্তুতি, সাড়াদান, ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের মাঝে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করছে। এলসিজি-ডিইআর এর কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করছেন যৌথভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপান ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী।

২০১২ সালে বাংলাদেশের মানবিক সমন্বয় ব্যবস্থার উপরোক্ত বিশদ পর্যালোচনা করা হয়, এবং এলসিজি-ডিইআর কর্তৃক একটি সংস্কারকৃত মানবিক সমন্বয় কাঠামো অনুমোদিত হয়। সংস্কারকৃত এই কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম (HCTT) ও এর আটটি মানবিক ক্লাস্টার (খাদ্য নিরাপত্তা; পুষ্টি; স্বাস্থ্য; পানি ও ওয়াশ; শিক্ষা, আশ্রয়, দ্রুত পুনরুদ্ধার, এবং লজিস্টিকস)।

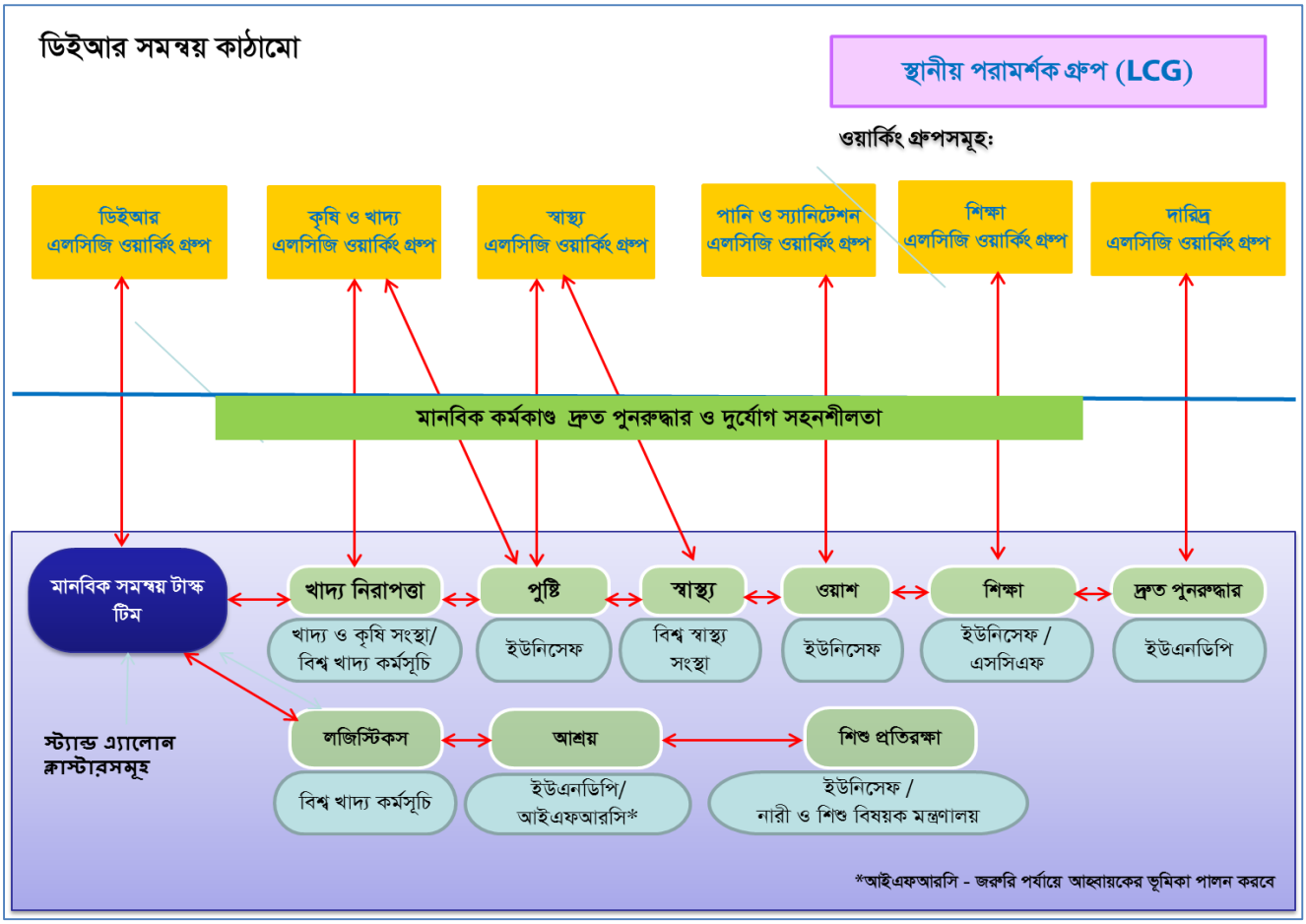

সম্প্রতি বাংলাদেশের মানবিক সমন্বয় কাঠামোতে শিশু প্রতিরক্ষা ক্লাস্টার যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস্টারকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তিতে ও সরকারি সাড়াদান পরিকল্পনার সহায়তায় নিজ নিজ ক্ষেত্রের সকল সহযোগী সংস্থার মাঝে সাড়াদান নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ১১: বাংলাদেশে এলসিজি-ডিইআর সমন্বয় কাঠামো

মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রতি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারে সমন্বিত মানবিক প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণে সরকার ও আন্তর্জাতিক এ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। মানবিক সমন্বয় টাস্ক টিম বৃহত্তর এলসিজি-ডিইআর গ্রুপকে পরামর্শ প্রদান, এর পক্ষে স্বীকৃত কর্মকাণ্ডের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে।

সারণি ৩: মানবিক ক্লাস্টারসমূহ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

ক্লাস্টার	*ক্লাস্টার লীড এজেন্সি*	*সরকারের মন্ত্রণালয়*
খাদ্য নিরাপত্তা	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা	খাদ্য মন্ত্রণালয়
পুষ্টি	ইউনিসেফ	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
ওয়াশ	ইউনিসেফ	জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর
শিক্ষা	ইউনিসেফ ও সেইভ দ্য চিলড্রেন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আশ্রয়	ইউএনডিপি ও আইএফআরসি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দ্রুত পুনরুদ্ধার	ইউএনডিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
লজিস্টিকস	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
শিশু প্রতিরক্ষা	ইউনিসেফ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিচ্ছেদ ৪: বন্যা সাড়াদানে তথ্য ব্যবস্থাপনা

আপদে প্রাণহানি, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে আপদের তথ্য ব্যবস্থাপনা একটি প্রধান অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা। বন্যায় তথ্য ব্যবস্থাপনার মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়মতো বন্যার আগাম সতর্কবার্তা প্রস্তুত ও প্রচার করা।

৪.১ বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ

প্রতি বছরে বন্যার ফলে জীবন, জীবিকা, ফসল ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা প্রশমনে বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা একটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত প্রধান অ-কাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ। বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার চারটি ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলো: পরিবীক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, প্রচার ও সাড়াদান।

৪.১.১ বন্যার আগাম সতর্কীকরণ পরিবীক্ষণ ও বার্তা প্রস্তুতকরণ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) জলবিজ্ঞান শাখার ডিরেক্টরেট অব প্রসেসিং এ্যান্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল এর অধীনে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) সারাদেশে মোট ৮৬ টি স্টেশন থেকে পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ ও ৫৬ টি স্টেশনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) নিয়মিত বৃষ্টিপাত ও সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (একমাস ও তিন মাস মেয়াদী) বৃষ্টিপাত ও বন্যা পূর্বাভাস বিষয়ে তথ্য উপাত্ত প্রদান করে থাকে।

<u>বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC)</u>
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বন্যা পূর্বভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) সারাদেশের জন্য বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্ক বার্তা প্রস্তুত ও প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত (বিডব্লিউডিবি এ্যাক্ট-২০০০)। এই কেন্দ্র ১৯৭২ সালে ঢাকার মতিঝিলে ওয়াপদা ভবনের ৮ম তলায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান প্রকৌশলী (হাইড্রোলজি)। বর্তমানে এই কেন্দ্র ডানিডা'র (DANIDA) সহায়তায় একটি ৫ বছর মেয়াদী সমন্বয়সাধন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের মূল কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে:

ক. স্যাটেলাইট ইমেজারির সাহায্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ
খ. রিয়েল টাইম তথ্য ব্যবস্থাপনা
গ. বন্যা পূর্বাভাস মডেল

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের বন্যা পূর্বাভাস মডেলসমূহ পানির উচ্চতা ও বাংলাদেশের নদীর নেটওয়ার্ক ও প্লাবন সমভূমিতে পানির প্রবাহের সিমুলেশন এর জন্য ব্যবহৃত MIKE 11 নামের একটি এক-মাত্রিক সফটওয়্যার এর ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে বন্যার আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় ২৪, ৪৮ ও ৭২ ঘণ্টার লীড টাইমযুক্ত স্বল্পমেয়াদী এবং ৫ দিনের পরিক্ষামূলক মধ্য মেয়াদী নির্নায়ক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে (আরো বিস্তারিত জানতে <u>www.ffwc.gov.bd</u> ভিজিট করুন)।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের একটি প্রকল্পের অধীনে মধ্য মেয়দী ১০ দিনের লীড টাইমযুক্ত সম্ভাব্যতা ভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান ব্যবস্থা পরিক্ষামূলকভাবে সীমিত কিছু স্থানে (মাত্র ৮ টি স্থানে) চালু করা হয়েছে (available in <u>www.ffwc.gov.bd</u> থেকে জানা যাবে)

<u>বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)</u>
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD) হলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের একটি সরকারি সংস্থা। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: সমগ্র দেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ; আবহাওয়ার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার; আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও জলবায়ু সংক্রান্ত সেবা প্রদান; এবং সাধারণ মানুষ, কৃষি, নৌ চলাচল, পরিবেশ, বেসামরিক বিমান চলাচল, পানি সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহ সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানকে আবহাওয়া সংক্রান্ত আগাম সতর্কীকরণ।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ১ মাস ও ৩ মাসের বৃষ্টিপাত ও বন্যার পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে (আরো বিস্তারিত জানতে <u>www.bmd.gov.bd</u> ভিজিট করুন)।

৪.১.২ বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার

বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রধান দায়িত্ব পালনকারী দুটি প্রতিষ্ঠান হলো এনডিআরসিসি (NDRCC) ও ডিএমআইসি (DMIC)। এ দুটি প্রতিষ্ঠান ডিএমসি (DMCs), এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী ও সিবিওসমূহের (CBOs) মাধ্যমে স্থানীয় সমাজের সাথে সংযুক্ত।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC)

যে কোনো জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কার্যকর ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো জাতীয় পর্যায়ে একটি জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (EOC)। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে একটি জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) স্থাপন করা হয়েছে । এটি তথ্য, সম্পদ ও কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার জন্য সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী এই কেন্দ্র জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপকে (NDRCG) সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। উন্নততর যোগাযোগের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রকে (NDRCC) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনের ৪১৫ নম্বর কক্ষে অবস্থিত। ফোন নম্বর: ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬ ও মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৫৫৫০০৬৭।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি হ্রাস, আপদ সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণ, জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত একটি তথ্য ভাণ্ডার। ডিএমআইসি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, জরুরি সাড়াদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, জরুরি ত্রাণ, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রদান করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্অধিদপ্তর, সকল ডিআরআরও ও পিআইও অফিসে এ কেনদ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাতে তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়:

- সোর্স এজেন্সি (FFWC ও DMB) থেকে আগাম সতর্কবার্তা এনডিআরসিসি এবং ডিএমআইসি/ডিডিএিম এ পাঠানো হয়।
- আগাম সতর্কবার্তা এনডিআরসিসি, ডিএমআইসি-ডিডিএম থেকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিকট পাঠানো হয়;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো থেকে এনজিওসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধি ও সমাজ ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন ও পারিবার পর্যায়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়;

জাতীয় পর্যায় থেকে সমাজ পর্যায়ে বন্যা আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করতে নিচে উল্লেখিত মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করা হয়:

৪.১.৩ সতর্ক বার্তা প্রচার মাধ্যম

ইন্টারনেট

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েব পোর্টালের (www.ffwc.gov.bd) মাধ্যমে সতর্কীকরণ বর্তা প্রচার করা হয়।

ইমেইল/ফ্যাক্স/টেলিফোন/ওয়্যারলেস

সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোকে ইমেইল/ফ্যাক্স/টেলিফোন/ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে আগাম সতর্ক বার্তা পাঠানো হয়।

সামাজিক বন্যা তথ্য ব্যবস্থা (CFIS)

পরিবেশগত ও ভৌগলিক তথ্য সেবা কেন্দ্র (CEGIS) একটি পাইলট অপারেশনাল সিস্টেম হিসেবে পরিচালানর জন্য সামাজিক বন্যা তথ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই সিস্টেমের মূল কাজ হলো সহজেই বোঝা যায় এমন এসএমএস এর মাধ্যমে বন্যা সম্পর্কে সময়মতো ও সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা হ্রাস করা ও মানুষকে তাদের সম্পদ বাঁচাতে সহায়তা করা।

এলাকা ভিত্তিক জনগোষ্ঠী অনুযায়ী বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার পদ্ধতি

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং ডিএইচআই- ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এনভাইরনমেন্ট যৌথভাবে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি উপজেলার খাসপুকুরিয়া ইউনিয়নে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UzDMC/UDMC) জন্য এলাকাভিত্তিক জনগোষ্ঠী অনুযায়ী বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচার পদ্ধতি চালু করে।

ইন্টারএ্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বন্যা পরিস্থিতি ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বার্তা প্রচারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে আইভিআর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে টেলিটক নামক সেল ফোন অপারেটর আইভিআর সেবা প্রদান করছে। এতে যে কোনো সেল ফোন থেকে ১০৯৪১ নম্বরে ডায়াল করে বার্তা শোনা যায়। বাংলাদেশ আবহওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (CDMP) আইভিআর ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

কমিউনিটি রেডিও

স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে সমাজের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট সমাজ ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকার সারাদেশে মোট ১৪ টি (২টি প্রস্তাবিত) কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রের লাইসেন্স অনুমোদন করেছে। তবে মিডিয়াম রেডিয়াস আর্মেচার রেডিও বন্যা ও দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। বন্যাজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে বিশেষ করে স্থানীয় এ্যাক্টরবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত জরুরি সাড়াদান কর্মকাণ্ড বিষয়ে তথ্য প্রচার করে এটি জরুরি সাড়াদানে সহায়তা প্রদানে এটি গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে জীবন রক্ষাকারী উপকরণাদি সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য ও গুরুত্বপূণ চারটি প্রশ্ন (4W) বিষয়ে (কে, কী কাজ, কোথায়, কখন করতে হবে), স্বাস্থ্য ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য (মহামারি), ফসল রক্ষা, নিরাপদ আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থা, স্থানীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মৃত প্রাণীসমূহের মৃতদেহ ধ্বংস ইত্যাদি (আরো স্তারিত জানতে সংযুক্তি ১৩ দ্রষ্টব্য)।

পরিচ্ছেদ ৫: ২০১৫ সালের বন্যাজনিত আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

৫.১ বাংলাদেশের বন্যাজনিত আপদ বিশ্লেষণ ও ঝুঁকিতে বসবাসরত জনসংখ্যা

১৯৯৮ সালে সংঘটিত বন্যা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী বন্যা যাতে দেশের মোট আয়নের ৬৫% এরও বেশি এলাকা আক্রান্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে বন্যার অতীত চরিত্র ও সিডিএমপি কর্তৃক প্রণীত আপদ মানচিত্র (সিডিএমপি কর্তৃক প্রণীত আপদ মানচিত্র ২০১৩ দ্রষ্টব্য) অনুযায়ী বাংলাদেশে বন্যার প্রতি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: অতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন, উচচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন, মাঝারি মাত্রায় বিপদাপন্ন ও স্বাভাবিক মাত্রায় বিপদাপন্ন।

বাংলাদেশে বন্যার প্রতি অতি উচ্চ মাত্রায় ও উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন জনসংখ্যার তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪: বন্যাজনিত আপদের প্রতি বিপদাপন্ন জসংখ্যা

জেলার নাম	*জনসংখ্যা*				*বিপদাপন্নতার র‍্যাংক*
	পরিবার	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	
বরিশাল	৫১৩,৬৭৩	২,৩২৪,৩১০	১,১৩৭,২১০	১,১৮৭,১০০	উচ্চ
বগুড়া	৮৬৭,১৩৭	৩,৪০০,৮৭৪	১,৭০৮,৮০৬	১,৬৯২,০৬৮	উচ্চ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৩৮,৯৩৭	২,৮৪০,৪৯৮	১,৩৬৬,৭১১	১,৪৭৩,৭৮৭	অতি উচ্চ
চাঁদপুর	৫০৬,৫২১	২,৪১৬,০১৮	১,১৪৫,৮৩১	১,২৭০,১৮৭	উচ্চ
কুমিল্লা	১,০৫৩,৫৭২	৫,৩৮৭,২৮৮	২,৫৭৫,০১৮	২,৮১২,২৭০	উচ্চ
ঢাকা	৭৫১,৯৮৭	৩,১৩৭,৯৩৮	১,৬২৩,৯৯০	১,৫১৩,৯৪৮	অতি উচ্চ
দিনাজপুর	১৮৩,৭৬৯	৭৫৭,০৬৯	৩৮০,৯৯৭	৩৭৬,০৭২	স্বাভাবিক
ফরিদপুর	৪২০,১৭৪	৪২০,১৭৪	৪২০,১৭৪	৪২০,১৭৪	উচ্চ
গাইবান্ধা	৬১২,২৮৩	২,৩৭৯,২৫৫	১,১৬৯,১২৭	১,২১০,১২৮	উচ্চ
গাজীপুর	১৯৬,৬৭৭	৮২৫,৪৭০	৪১৪,০৮৩	৪১১,৩৮৭	উচ্চ
গোপালগঞ্জ	২৪৯,৮৭২	১,১৭২,৪১৫	৫৭৭,৮৬৮	৫৯৪,৫৪৭	অতি উচ্চ
হবিগঞ্জ	৮৩,৫৭৪	৪৪৩,৩৫৮	২২০,১৯১	২২৩,১৬৭	উচ্চ
জামালপুর	৫৬৩,৩৬৭	২,২৯২,৬৭৪	১,১২৮,৭২৪	১,১৬৩,৯৫০	অতি উচ্চ
ঝালকাঠি	১৫৮,১৩৯	৬৮২,৬৬৯	৩২৯,১৪৭	৩৫৩,৫২২	স্বাভাবিক
ঝিনাইদহ	১৩১,৫৫৭	৫৫৯,৩৭১	২৮০,০৮৪	২৭৯,২৮৭	স্বাভাবিক
জয়পুরহাট	২৪২,৫৫৬	৯১৩,৭৬৮	৪৫৯,২৮৪	৪৫৪,৪৮৪	স্বাভাবিক
কিশোরগঞ্জ	৬২৭,৩২২	২,৯১১,৯০৭	১,৪৩২,২৪২	১,৪৭৯,৬৬৫	অতি উচ্চ
কুড়িগ্রাম	৫০৮,০৪৫	২,০৬৯,২৭৩	১,০১০,৪৪২	১,০৫৮,৮৩১	উচ্চ
কুষ্টিয়া	৪৭৭,২৮৯	১,৯৪৬,৮৩৮	৯৭৩,৫১৮	৯৭৩,৩২০	মাঝারি
লালমনিরহাট	২৯০,৪৪৪	১,২৫৬,০৯৯	৬২৮,৭৯৯	৬২৭,৩০০	স্বাভাবিক
লক্ষীপুর	৩৬৫,৩৩৯	১,৭২৯,১৮৮	৮২৭,৭৮০	৯০১,৪০৮	স্বাভাবিক
মাদারিপুর	২৫২,১৪৯	১,১৬৫,৯৫২	৫৭৪,৫৮২	৫৯১,৩৭০	অতি উচ্চ
মাগুরা	২০৫,৯০২	৯১৮,৪১৯	৪৫৪,৭৩৯	৪৬৩,৬৮০	মাঝারি
মানিকগঞ্জ	৩২৪,৭৯৪	১,৩৯২,৮৬৭	৬৭৬,৩৫৯	৭১৬,৫০৮	অতি উচ্চ
মেহেরপুর	১৬৬,৩১২	৬৫৫,৩৯২	৩২৪,৬৩৪	৩৩০,৭৫৮	স্বাভাবিক
মৌলভীবাজার	৩৬১,১৭৭	১,৯১৯,০৬২	৯৪৪,৭২৮	৯৭৪,৩৩৪	উচ্চ
মুন্সীগঞ্জ	৩১৩,২৫৮	১,৪৪৫,৬৬০	৭২১,৫৫২	৭২৪,১০৮	উচ্চ
ময়মনসিংহ	১,১৫৫,৪৩৬	৫,১১০,২৭২	২,৫৩৯,১২৪	২,৫৭১,১৪৮	মাঝারি
নওগাঁ	৬৫৫,৮০১	২,৬০০,১৫৭	১,৩০০,২২৭	১,২৯৯,৯৩০	উচ্চ

জেলার নাম	*জনসংখ্যা*				*বিপদাপন্নতার র‍্যাংক*
	পরিবার	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	
নড়াইল	১৬২,৬০৭	৭২১,৬৬৮	৩৫৩,৫২৭	৩৬৮,১৪১	মাঝারি
নারায়ণগঞ্জ	৬৭৫,৬৫২	২,৯৪৮,২১৭	১,৫২১,৪৩৮	১,৪২৬,৭৭৯	উচ্চ
নরসিংদি	৪৭৭,৯৭৬	২,২২৪,৯৪৪	১,১০২,৯৪৩	১,১২২,০০১	উচ্চ
নাটোর	৪২৩,৮৭৫	১,৭০৬,৬৭৩	৮৫৪,১৮৩	৮৫২,৪৯০	উচ্চ
নওয়াবগঞ্জ	৩৫৭,৯৮২	১,৬৪৭,৫২১	৮১০,২১৮	৮৩৭,৩০৩	উচ্চ
নেত্রকোনা	১৩৬,১৩৫	৬৪৪,৩০৯	৩২৩,৪৭২	৩২০,৮৩৭	অতি উচ্চ
নোয়াখালী	২৪৭,৯৫২	১,৩০৮,৪৯৫	৬২২,০০৩	৬৮৬,৪৯২	মাঝারি
পাবনা	৫৯০,৭৪৯	২,৫২৩,১৭৯	১,২৬২,৯৩৪	১,২৬০,২৪৫	উচ্চ
পটুয়াখালী	৩৪৬,৪৬২	১,৫৩৫,৮৫৪	৭৫৩,৪৪১	৮৩৭,৩০৬	স্বাভাবিক
পিরোজপুর	২৫৬,০০২	১,১১৩,২৫৭	৫৪৮,২২৮	৫৬৫,০২৯	মাঝারি
রাজবাড়ী	২৩৮,১৫৩	১,০৪৯,৭৭৮	৫১৯,৯৯৯	৫২৯,৭৭৯	অতি উচ্চ
রাজশাহী	৫৩৪,২১৩	২,১৪৫,৪৪১	১,০৭৬,৯১৬	১,০৬৮,৫২৫	উচ্চ
রংপুর	৭২০,১৮০	২,৮৮১,০৮৬	১,৪৪৩,৮১৬	১,৪৩৭,২৭০	স্বাভাবিক
শরিয়তপুর	২৪৭,৮৮০	১,১৫৫,৮২৪	৫৫৯,০৭৫	৫৯৬,৭৪৯	উচ্চ
শেরপুর	৩৪১,৪৪৩	১,৩৫৮,৩২৫	৬৭৬,৩৮৮	৬৮১,৯৩৭	উচ্চ
সিরাজগঞ্জ	৭১৪,৯৭১	৩,০৯৭,৪৮৯	১,৫৫১,৩৬৮	১,৫৪৬,১২১	অতি উচ্চ
সুনামগঞ্জ	৪৪০,৩৩২	২,৪৬৭,৯৬৮	১,২৩৬,১০৬	১,২৩১,৮৬২	অতি উচ্চ
সিলেট	৫৯৬,০৮১	৩,৪৩৪,১৮৮	১,৭২৬,৯৬৫	১,৭০৭,২২৩	উচ্চ
টাঙ্গাইল	৮৭০,১০২	৩,৬০৫,০৮৩	১,৭৫৭,৩৭০	১,৮৪৭,৭১৩	উচ্চ
মোট	*১৮,৫৫১,০৫২*	*৮১,৬৭৩,০৩৮*	*৪০,৬১৮,৩৭৯*	*৪১,৪৭৪,৮৩৩*	

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ ২০১১ ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের বন্যা অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৯৮*

৫.২ বাংলাদেশের জনসাধারণের বিদ্যমান বিপদাপন্নতার বিশ্লেষণ

বন্যা ও অন্যান্য আপদের হুমকি ছাড়াও বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকার গ্রাম অঞ্চলে পরিবারগুলোর মাঝে দারিদ্র্য বিদ্যমান। বন্যা, বিপদাপন্ন এলাকার জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্রতা থেকে মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের উত্তর এবং মধ্য অঞ্চলের মানুষ বন্যার মৌসুমে কর্মহীন হয়ে পড়ে ও নানা প্রকার বঞ্চনার শিকার হয়। বন্যার পাশাপাশি এসকল অঞ্চলের মানুষেরা শৈত্য প্রবাহ, নদী ভাঙন, টর্নেডো, শিলাঝড় ও খরা পরিস্থিতির মতো আরো অন্যান্য আপদের শিকার হয়। বিভিন্ন প্রকার আপদের শিকার হবার ফলে এসকল মানুষের বিদ্যমান বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পেয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে এর পর কোনো ছোট বা মাঝারি আকারের দুর্যোগ তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। একইভাবে অ-কৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের অভাব, ভূমিহীনতা, অপুষ্টি ও স্বল্প শিক্ষার মতো অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যা এসকল মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করতে বাধা দান করে। স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভাব এসকল জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমবর্ধমান বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করে।

৫.৩ সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল

দুর্যোগ সহনশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের বেশ সুনাম রয়েছে। বিপদাপন্ন বাংলাদেশের আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে দুর্যোগের আঘাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দুর্যোগ সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এখানে সরকারি সহায়তা এাণসামগ্রী ও সেবার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতাও রয়েছে। উক্ত বাস্তবাতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের প্রভাবের সাথে সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলের বিষয়টি সবসময় দুর্যোগ হ্রাস সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। যেহেতু দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে একই ধরনের দক্ষতা, সম্পদ, জ্ঞান ও মূল্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এ থেকে বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিত্রে সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বাংলাদেশে দুর্যোগে সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল অতীতের মতোই

সামাজিক মূলধন ও সংকটকালে একের প্রতি অন্যের সহমর্মিতার অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। অতীতে সংঘটিত দুর্যোগের ঘটানাগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা দুর্যোগের সময় অতি দ্রুততার সাথে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আক্রান্ত মানুষের পাশে এসে দাড়ায়।

খাদ্য স্বল্পতা, চরম দারিদ্রের ঘটনা, অপর্যাপ্ত উপার্জন, নিরক্ষরতা এবং দিনমজুরের উচ্চ হারের কারণে সকল দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোরে মধ্যে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে ভিজিডি/ভিজিএফ এর মতো কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যাও বেশি। অন্যদিকে প্রতিবেশগতভাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা এলাকাগুলোতে রাস্তার মতো অবকাঠামোগত সুবিধার উপস্থিতি বেশি দেখা যায়।

৫.৪ পরিকল্পনা বিষয়ক অনুমান

- আক্রান্ত জনসাধারণের একটি বড় অংশ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবার সুবিধাসহ ন্যুনতম আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিম্নমানের। কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর এবং অন্যান্য কতিপয় জেলা ঐতিহাসিকভাবে বহু আপদ প্রবণ এলাকা (জীবিকার নিরাপত্তাহীনতার ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়)।
- বন্যার পরপরই যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা হলো বাড়িঘর, পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ক্ষয়ক্ষতি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় বিঘ্ন, জীবিকাহীন হয়ে পড়া, খাদ্য মজুদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এবং প্রতিবেশের ভারসাম্য ও খাদ্যের উৎস নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- ফসল ও জীবিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং রোগবালাইএর সম্ভাব্য বৃদ্ধির ফলে তীব্র খাদ্য সংকট ও অপুষ্টি বৃদ্ধির পূর্বাভাস অনুমান করা যায়।
- শিশু, নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পায়।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকে বহনযোগ্য পানি, পানির উৎসের পুনর্বাসন, খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, অস্থায়ী আশ্রয়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার সেবা।
- আরো বন্যা সৃষ্টি রোধ করতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত ও পুনর্বাসন করা প্রয়োজন।

৫.৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিক মানবিক চাহিদার প্রাক্কলন

২০১৫ সালের সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী (জুলাই-সেপ্টেম্বের ২০১৫) বন্যা ও ঝুঁকিতে বসবাসরত জনসংখ্যার দুটি দৃশ্যপট বিবেচনা করা হয়েছে। নিচের পরিচ্ছেদে এই দুটি দৃশ্যপট ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানবিক পরিস্থিতি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দৃশ্যপট ১

বন্যার প্রতি অতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন বাংলাদেশের ১১ টি জেলার বন্যার পরিস্থিতি। বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের এই জেলাগুলির বিপদাপন্নতার র‍্যাংক অনুযায়ী ৪.৮ মিলিয়নেরও বেশি পরিবার (আনুমানিক ২২ মিলিয়ন মানুষ) অতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন।

দৃশ্যপট ১ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত চাহিদা

দৃশ্যপট ১ অনুযায়ী দারিদ্র সূচক, অতীত বন্যা ও অন্যান্য প্রকার বিপদাপন্নতার প্রবণতার সূচক ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে ৬০০,০০০ জনেরও বেশি মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হবে। তাদের মধ্যে ১০০% মানুষেরই খাদ্য, ওয়াশ ও স্বাস্থ্য সেবা সহায়তার প্রয়োজন হবে। আবার, ২০০,০০০ জনেরও বেশি মানুষের জরুরি আশ্রয় কিট ও পারিবারিক কিটের প্রয়োজন হবে।

সারণি ৫: দৃশ্যপট ১ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত চাহিদা

জেলার নাম	জেলা ওয়ারী মোট পরিবারের সংখ্যা	চরম দরিদ্র/ নিম্ন দারিদ্র্যের %[১]	জেলা ওয়ারী বন্যার প্রতি বিপদাপন্নতার সূচক[২]	মোট আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা[৩]	চাহিদা নিরূপণ				
					পারিবারিক খাদ্য প্যাকেজ[৪]	জরুরি আশ্রয় কিট[৫]	পরিবারের জন্য সহায়তা কিট[৬]	পানি ও স্যানিটেশন[৭]	জরুরি স্বাস্থ্য কিট[৮]
জামালপুর	২১৫,৯৭০	৪৭.১	চরম	৮৬,৩৮৮	৮৬,৩৮৮	২৮,৫০৮	২৮,৫০৮	৮৬,৩৮৮	৮৬,৩৮৮
টাঙ্গাইল	১৯৬,১১৭	২৭.২	মাঝারি	৩৯,২২৩	৩৯,২২৩	১২,৯৪৪	১২,৯৪৪	৩৯,২২৩	৩৯,২২৩
বগুড়া	২১১,৫৩৪	৩১.১	মাঝারি	৪২,৩০৭	৪২,৩০৭	১৩,৯৬১	১৩,৯৬১	৪২,৩০৭	৪২,৩০৭
লালমনিরহাট	৯১,৪৪৪	৩৬.৪	চরম	৩৬,৫৭৮	৩৬,৫৭৮	১২,০৭১	১২,০৭১	৩৬,৫৭৮	৩৬,৫৭৮
কুড়িগ্রাম	২২০,১৭১	৫৩.২	চরম	৮৮,০৬৮	৮৮,০৬৮	২৯,০৬৩	২৯,০৬৩	৮৮,০৬৮	৮৮,০৬৮
রংপুর	২৮৭,৫৩২	৪৯.৯	চরম	১১৫,০১৩	১১৫,০১৩	৩৭,৯৫৪	৩৭,৯৫৪	১১৫,০১৩	১১৫,০১৩
গাইবান্ধা	১৮৩,২০৩	৩৮.৫	চরম	৭৩,২৮১	৭৩,২৮১	২৪,১৮৩	২৪,১৮৩	৭৩,২৮১	৭৩,২৮১
সিরাজগঞ্জ	২২৬,৭৩৬	৩৬.৬	চরম	৯০,৬৯৪	৯০,৬৯৪	২৯,৯২৯	২৯,৯২৯	৯০,৬৯৪	৯০,৬৯৪
সিলেট	৩৯,৮৩৭	৫.৮	মাঝারি	৭,৯৬৭	৭,৯৬৭	২,৬২৯	২,৬২৯	৭,৯৬৭	৭,৯৬৭
সুনামগঞ্জ	১৩৯,১৯৩	২৮.২	মাঝারি	২৭,৮৩৯	২৭,৮৩৯	৯,১৮৭	৯,১৮৭	২৭,৮৩৯	২৭,৮৩৯
সর্বমোট	*১,৮১১,৭৩৭*			*৬০৭,৩৫৮*	*৬০৭,৩৫৮*	*২০০,৪২৮*	*২০০,৪২৮*	*৬০৭,৩৫৮*	*৬০৭,৩৫৮*

১৯৯৮ সালের বন্যা অনুযায়ী উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন জেলা
১৯৯৮ সালের বন্যা অনুযায়ী অতি উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন জেলা

দৃশ্যপট ২

বিপদাপন্নতা র‍্যাংক অনুযায়ী উচ্চ ও অতি উচ্চ মাত্রায় বন্যার প্রতি বিপদাপন্ন বাংলাদেশের ২২ টি জেলার বন্যা পরিস্থিতি। এই জেলাগুলোতে ১১ মিলিয়নের বেশি পরিবার (প্রায় ৪৮.৪ জন মানুষ) বন্যার প্রতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন।

দৃশ্যপট ২ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত চাহিদা

দৃশ্যপট ২ অনুযায়ী দারিদ্র সূচক ,অতীত বন্যা ও অন্যান্য বিপদান্নতার প্রবণতা সূচক ভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে ১৭টি জেলাতে ৭০০,০০০ মানুষ আক্রান্ত হবে। এদের মধ্যে ১০০% মানুষের খাদ্য, ওয়াশ ও স্বাস্থ্য সেবা সহায়তার প্রয়োজন হবে এবং প্রায় ২৫০,০০০ মানুষের আশ্রয় কিট ও পারিবারিক কিটের প্রয়োজন হবে।

[১] তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বিবিএস, ২০০৫
[২] বন্যা বিপদাপন্নতা ও জাতীয় দারিদ্র হার অনুসারে অতি দরিদ্র মানুষের %
[৩] মোট আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা = মাঝারি মাত্রায় আক্রান্ত পরিবারের ২০% এবং উচ্চ মাত্রায় আক্রান্ত পরিবারের ৪০%
[৪] পারিবারিক খাদ্য প্যাকেজের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%
[৫] জরুরি আশ্রয় কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ৩৩%
[৬] পারিবারিক কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ৩৩%
[৭] পানি ও স্যানিটেশন সহায়তার চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%
[৮] জরুরি স্বাস্থ্য কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%

সারণি ৫: দৃশ্যপট ২ এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত চাহিদা

জেলার নাম	জেলা ওয়ারী মোট পরিবারের সংখ্যা	% চরম দরিদ্র/ নিম্ন দারিদ্র্যের %[৯]	জেলা ওয়ারী বন্যার প্রতি বিপদপিন্নতার সূচক[১০]	মোট আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা[১১]	চাহিদা বিশ্লেষণ				
					পারিবারিক খাদ্য প্যাকেজ[১২]	জরুরি আশ্রয় কিট[১৩]	পরিবারের জন্য সহায়তা কিট[১৪]	পানি ও স্যানিটেশন[১৫]	জরুরি স্বাস্থ্য কিট[১৬]
ফরিদপুর	১৩০,০৮২	৩৪.০	চরম	৫২,০৩৩	৫২,০৩৩	১৭,১৭১	১৭,১৭১	৫২,০৩৩	৫২,০৩৩
জামালপুর	২১৫,৯৭০	৪৭.১	চরম	৮৬,৩৮৮	৮৬,৩৮৮	২৮,৫০৮	২৮,৫০৮	৮৬,৩৮৮	৮৬,৩৮৮
মানিকগঞ্জ	৭৩,৮২২	২৬.৫	মাঝারি	১৪,৭৬৪	১৪,৭৬৪	৪,৮৭২	৪,৮৭২	১৪,৭৬৪	১৪,৭৬৪
মুন্সীগঞ্জ	৫৪,৩৫৭	১৮.৮	মাঝারি	১০,৮৭১	১০,৮৭১	৩,৫৮৮	৩,৫৮৮	১০,৮৭১	১০,৮৭১
রাজবাড়ী	৬৩,৮২৭	৩০.৪	মাঝারি	১২,৭৬৫	১২,৭৬৫	৪,২১৩	৪,২১৩	১২,৭৬৫	১২,৭৬৫
শরিয়তপুর	৫৫,০১৭	২৩.৮	মাঝারি	১১,০০৩	১১,০০৩	৩,৬৩১	৩,৬৩১	১১,০০৩	১১,০০৩
টাঙ্গাইল	১৯৬,১১৭	২৭.২	মাঝারি	৩৯,২২৩	৩৯,২২৩	১২,৯৪৪	১২,৯৪৪	৩৯,২২৩	৩৯,২২৩
চাঁদপুর	৯০,৩৫৯	১৮.৭	মাঝারি	১৮,০৭২	১৮,০৭২	৫,৯৬৪	৫,৯৬৪	১৮,০৭২	১৮,০৭২
লক্ষীপুর	৬৪,৬৭২	১৮.৭	মাঝারি	১২,৯৩৪	১২,৯৩৪	৪,২৬৮	৪,২৬৮	১২,৯৩৪	১২,৯৩৪
বগুড়া	২১১,৫৩৪	৩১.১	মাঝারি	৪২,৩০৭	৪২,৩০৭	১৩,৯৬১	১৩,৯৬১	৪২,৩০৭	৪২,৩০৭
লালমনিরহাট	৯১,৪৪৪	৩৬.৪	চরম	৩৬,৫৭৮	৩৬,৫৭৮	১২,০৭১	১২,০৭১	৩৬,৫৭৮	৩৬,৫৭৮
কুড়িগ্রাম	২২০,১৭১	৫৩.২	চরম	৮৮,০৬৮	৮৮,০৬৮	২৯,০৬৩	২৯,০৬৩	৮৮,০৬৮	৮৮,০৬৮
রংপুর	২৮৭,৫৩২	৪৯.৯	চরম	১১৫,০১৩	১১৫,০১৩	৩৭,৯৫৪	৩৭,৯৫৪	১১৫,০১৩	১১৫,০১৩
গাইবান্ধা	১৮৩,২০৩	৩৮.৫	চরম	৭৩,২৮১	৭৩,২৮১	২৪,১৮৩	২৪,১৮৩	৭৩,২৮১	৭৩,২৮১
সিরাজগঞ্জ	২২৬,৭৩৬	৩৬.৬	চরম	৯০,৬৯৪	৯০,৬৯৪	২৯,৯২৯	২৯,৯২৯	৯০,৬৯৪	৯০,৬৯৪
সিলেট	৩৯,৮৩৭	৫.৮	মাঝারি	৭,৯৬৭	৭,৯৬৭	২,৬২৯	২,৬২৯	৭,৯৬৭	৭,৯৬৭
সুনামগঞ্জ	১৩৯,১৯৩	২৮.২	মাঝারি	২৭,৮৩৯	২৭,৮৩৯	৯,১৮৭	৯,১৮৭	২৭,৮৩৯	২৭,৮৩৯
সর্বমোট	***১১,৭১৯,৩৫৯***			***৭৩৯,৮০২***	***৭৩৯,৮০২***	***২৪৪,১৩৫***	***২৪৪,১৩৫***	***৭৩৯,৮০২***	***৭৩৯,৮০২***

১৯৯৮ সালের বন্যা অনুযায়ী উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন জেলা

১৯৯৮ সালের বন্যা অনুযায়ী অতি উচ্চমাত্রার বিপদাপন্ন জেলা

[৯] তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বিবিএস, ২০০৫

[১০] বন্যা বিপদাপন্নতা ও জাতীয় দারিদ্র হার অনুসাওে অতি দরিদ্র মানুষের %

[১১] মোট আক্রান্ত পরিবারের সংখ্যা = মাঝারি মাত্রায় আক্রান্ত পরিবারের ২০% এবং উচ্চ মাত্রায় আক্রান্ত পরিবারের ৪০%

[১২] পারিবারিক খাদ্য প্যাকেজের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%

[১৩] জরুরি আশ্রয় কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ৩৩%

[১৪] পারিবারিক কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ৩৩%

[১৫] পানি ও স্যানিটেশন সহায়তার চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%

[১৬] জরুরি স্বাস্থ্য কিটের চাহিদা = মোট আক্রান্ত পরিবারের ১০০%

পরিচ্ছেদ ৬: ২০১৫ সালের বন্যার জন্য আগাম সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার প্রস্তুতি

৬.১ বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতির লক্ষ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে (২০১২) "দুর্গত এলাকা" দুর্যোগের ঘোষণা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ক. ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এ বলা আছে 'ধারা ২২ ও উপধারা (১) অনুযায়ী কোনো এলাকাকে "দুর্গত এলাকা" হিসেবে ঘোষণা করা হলে সরকার, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থা এবং এই আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূহকে নিম্নলিখিত বিশেষ করণীয় কার্যাবলী সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারে:

- দুর্যোগ অবস্থা মোকাবেলায় দুর্গত এলাকায় আক্রান্ত এলাকাতে সরকারি ও বেসরকারি মজুদে থাকা সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রয়োজনে অনুযায়ী অতিরিক্ত সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- জননিরপত্তা এবং আইন-শংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
- জান-মাল ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ. ধারা ২৩ এর উপধারা (২) এ বলা আছে 'উপধারা (১) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তরসহ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল কার্মকর্তা ও কার্মচারী উহা পালন করতে ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।

এই বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনার সার্বিক লক্ষ্য হলো বিপদাপন্ন জনেগাষ্ঠীর উপরে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস ও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমণ করতে পারবে এমন একটি কার্যকর, সময়মতো ও সমন্বিত সাড়াদান নিশ্চিতকরণে নেতৃত্ব প্রদানে সরকারের বিদ্যমান সক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করা।

৬.২ বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ প্রণয়ন প্রক্রিয়া

যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ণে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। একইভাবে দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে যখন সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকারীতা ও নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়, তখনও এই প্রক্রিয়াতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে। বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল এ্যাক্টরদেও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ এর পরিমার্জনা ও হালনাগাদ করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ইআরএফ-ইউএনডিপি'র কারিগরি সহায়তায় এই পরিকল্পনা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াতে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করেছে। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ প্রণয়নের বিষয়ে অবহিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হতে সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি একটি চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে। ২০১৫ সালে জরুরি সাড়াদানের জন্য আগাম মজুদকৃত সম্পদ সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে অনুরোধ জানিয়ে উক্ত চিঠির সাথে একটি টেম্পলেট সংযুক্ত করা হয়। সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য সংকলনের পর দাতা, এইচসিটিটি, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক এনজিও, সিডিএমপি, আইএফআরসি-বিডিআরসিএস, এনজিওসমূহ, এএফডি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিদপ্তরের সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়। সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য, ফীডব্যাক ও সুপারিশের ভিত্তিতে বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৫ আরো ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য চুড়ান্ত করা হয়।

৬.৩ জরুরি সাড়াদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী পরিচালনা পদ্ধতি (SOP)

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোনো আপদের সময়ে সময়মতো জরুরি সাড়াদান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার একটি এসওপি প্রণয়ন করেছে। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির প্রথম ৩ মাসের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ব কর্তব্য ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সারণি ৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে (তথ্যসূত্র: ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৩, ডিডিএম)।

সারণি ৬: স্থায়ী পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) – ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা ২০১৩ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত

সময়সীমা	করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
০-২৪ ঘণ্টা	○ এসওএস ফরমের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং পিআইও এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবেদন পেশ; ○ দুর্যোগের জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানে যেক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেক্ষেত্রে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি মিটিং আহ্বান করবে। একইভাবে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভার আয়োজন করবে। ○ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে (DMIC)প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রাথমিক তথ্য প্রদান; ○ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন; ○ তাৎক্ষণিকভাবে জীবন রক্ষাকারী ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ; ○ চিকিৎসা সেবা টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টিম মোতায়েন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়; ○ প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের তত্ত্বাবধান; ○ অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ
২৪-৭২ ঘণ্টা	○ ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ও পিআইও'র মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণলয়ে প্রতিবেদন পেশ; ○ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জরুরি ত্রাণ বরাদ্দ (বিনামূল্যে চাল, নগদ অর্থ, জরুরি আশ্রয়ের উপকরণ) ও বিতরণ; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রএ্যকটিভ হয়েও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকুলে জরুরি ত্রাণ বরাদ্দ (বিনামূল্যে চাল, নগদ অর্থ, জরুরি আশ্রয়ের উপকরণ) করবে; ○ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে ত্রাণ বিতরণ পরিবীক্ষণ করা; ○ চিকিৎসা সেবা টিম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টিম মোতায়েন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়; এবং ○ প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের তত্ত্বাবধান।	পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ

১-৪ সপ্তাহ	○ ডি-ফরম এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য যাচাইকরণ; ○ ডি-ফরম পূরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্যে সম্পদ বরাদ্দ নির্ধারণ; ○ স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়ন বিষয়ে ফলো-আপ করা; ○ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার সমন্বয় করা; ○ যথাযথ বিতরণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক একই ধরনের উদ্যোগের পুনরাবৃত্তি এড়ানো নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধন; ○ মাঠ পর্যায়ে সাড়াদান কর্মকাণ্ড নজরদারি করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে মনিটরিং টিম প্রেরণ; ○ বাহ্যিক কোনো সহায়তার প্রয়োজন হলে জাতীয় পর্যায়ে মিটিং আহ্বান করা (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণলয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নেতৃত্বে); ○ জরুরি সাড়াদান যথাযথভাবে তদারকি করতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিবহন সহায়তা প্রদান; এবং ○ সাড়াদান বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিস সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তরসমূহ
২-৩ মাস	○ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ (জীবিকা, গৃহায়ন, ও অন্যান্য); ○ পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে যৌথ উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় (পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল, শিক্ষা, কৃষি, ইত্যাদি); ○ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং আহ্বান; ○ তদারকির উদ্দেশ্যে পরিদর্শন; ○ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কাজে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়; এবং ○ সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ○	পিআইও, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিস সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তরসমূহ

৬.৪ চাহিদা নিরূপণ: টুলসমূহ ও ধারণা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ অনুসারে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর চাহিদা নিরূপণসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও চাহিদার প্রতি সাড়াদানের জন্য কৌশলগত ও পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের চাহিদা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) দুর্যোগের ঘটনার পরপর ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য এসওডি অনুযায়ী নির্ধারিত এসওএস-ফরম (SOS-Form) ও ডি-ফরম (D-Form) ব্যবহার করে থাকে। দুর্যোগের পরপরই ডিডিএম জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (DRRO) ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে (PIO) এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরসমূহের সহায়তায় এসওএস-ফরম ও ডি-ফরম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এই ফরমসমূহ মানুষ, সম্পদ, অবকাঠামো ও জীবিকার উপরে দুর্যোগের প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের পরিমাণগত তথ্য প্রদান করে।

যৌথ চাহিদা নিরূপণ (জেএনএ)[১]

২০১১ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে জলাবদ্ধার ক্ষেত্রে যে সমন্বয়হীন চাহিদা নিরূপণ পরিচালনা করা হয়েছিল তার প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে এলসিজি-ডিইআর এর মিটিং এ যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি বিষয়ক একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। উক্ত মিটিং এ সমন্বিত চাহিদা নিরূপণের জন্য আদর্শ চাহিদা নিরূপণ টুলস, ধারণা ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়। ২৪ মে ২০১২ তারিখে এলসিজি-ডিইআর কতিপয় প্রধান পর্যায়ে সরকারের নেতৃত্বে পরিচালনার জন্য একটি যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি গ্রহণ করে। পর্যায় ০ চাহিদা নিরূপণের প্রস্তুতির জন্য; পর্যায় ১ প্রাথমিক ৭২ ঘণ্টা; পর্যায় ২ দুর্যোগের ঘটনা সংঘটিত হবার পরবর্তী ২ সপ্তাহের জন্য। যৌথ চাহিদা নিরূপণে মানবিক চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং আক্রান্ত জনসাধারণের সুনির্দিষ্ট চাহিদা সঠিক সময়ে পূরণ করা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। নিচের চিত্রে যেমনটি দেখানো হয়েছে, যৌথ চাহিদা নিরূপণে নির্দিষ্ট ডিএমসিগুলোর নিকট থেকে এসওএস ফরম ও ডি ফরমের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়। আরো গভীরভাবে সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পর্যায় ১ ও পর্যায় ২ এর যৌথ চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

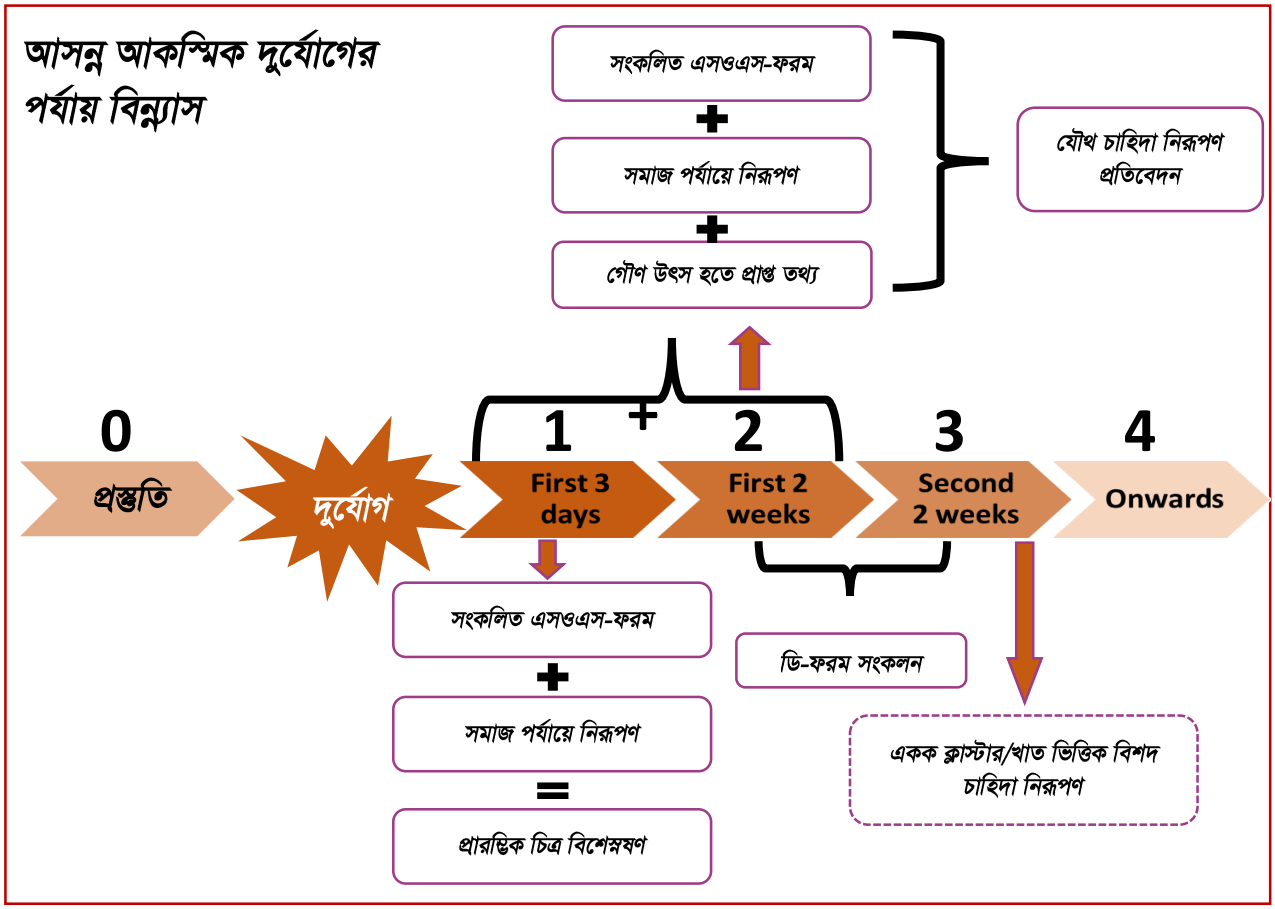

চিত্র ১২: বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি

যৌথ চাহিদা নিরূপণ (জেএনএ) থেকে যে মূল শিক্ষা লাভ করা হয়েছে

- ২০১২ সালে পরিচালিত *জেএনএ* থেকে সাড়াদান পরিকল্পনার জন্য সময়মতো ও উচ্চ মানসম্পন্ন বিশ্লেষণ লাভ করা সম্ভব হয়েছে।
- কার্যকর জেএনএ পরিচালনায় সহায়তা করতে হলে এতে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদেরকে (সরকারি ও বেসরকারি) সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।
- পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে চিহ্নিত চাহিদা নিরূপণ ফলাফল বিনিময় কৌশল তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করবে এবং সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটাবে।

[১] *(by the HCTT*http://www.lcgbangladesh.org/HCTT.php*)*

- অনুমোদিত জেএনএ পদ্ধতি অনুসারে জেএনএ প্রক্রিয়াতে সরকারের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৫ স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি

জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা: ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদাপন্ন জেলার জেলা প্রশাসক ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রী মজুদ করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ***সভার*** আয়োজন করবেন।

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা: ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদাপন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমের জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ***সভার*** আয়োজন করবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামে বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা: সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামে বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণকরারলক্ষ্যেইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভারআয়োজন করবেন।

জরুরি যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ঠিকানা ও নম্বরের তালিকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সম্প্রতি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের নম্বর হালননাগাদ করেছে

জরুরি ত্রাণ সামগ্রীর আগাম মজুদ: বন্যাসহ সকল আপদের প্রস্তুতি হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি এ্যাক্টরদের নিকট কিছু ত্রাণ সামগ্রী আগাম মজুদ হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। সারণি ৬ এ আপদকালীন মজুদের একটি বিস্তারিত তালিকা দেয়া হয়েছে এবং সংযুক্তিতে আগাম মজুদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের বন্যা প্রবণ এলাকাগুলোতে ৯৯ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে (চিত্র ১৮)। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংযুক্তি ৭ এ দেয়া হয়েছে।

৬.৬ ত্রাণ সামগ্রীর আগাম মজুদ

২০১৫ সালের বন্যার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রীর আগাম মজুদ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে যাতে বন্যা সংঘটিত হবার পরপরই সময়মতো সাড়াদান সম্ভব হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিচের সারণিতে বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন এ্যাক্টরদের নিকট বর্তমানে প্রস্তুত অবস্থায় আছে এমন আগাম মজুদকৃত সামগ্রী সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে:

সারণি ৭: ২০১৫/২০১৬ সালের মানবিক সংকটকালে সাড়াদানের জন্য জন্য বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য মানবিক সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত আপদকালীন মজুদ

সামগ্রী	সরকারের মজুদ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)	অন্যান্য মানবিক সংস্থার মজুদ (জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৫)	মোট আপদকালীন মজুদ	পরিবারের সংখ্যা
নগদ অর্থ	-	৫৬,৫২৪,১৮৩ টাকা	৫৬,৫২৪,১৮৩ টাকা	২৭,৫৪৪ টি
খাদ্য সামগ্রী	-	-	-	-
খাদ্য নয় এমন অন্যান্য সামগ্রী	৯২৪,০০০ টি কম্বল	৪,৯১২ টি কম্বল ৮,০৭৮ টি কাপড় ১,৯৭৫ সেট রান্নাঘরের কিট ৫০০ টি পলিওভেন ব্যাগ	৯২৮,৯১২ টি কম্বল ৮,০৭৮ টি কাপড় ১,৯৭৫ সেট রান্নাঘরের কিট ৫০০ টি পলিওভেন ব্যাগ	৯২৮,৯১২ টি ৮,০৭৮ টি ১,৯৭৫ টি ৫০০ টি
জরুরি আশ্রয়	৪৭,৪৪৪ বান্ডিল জিআই শীট - ৮১৭ টি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	- - ৮১৭ টি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ১০,৪৪০ টি ত্রিপল ২,২০১ টি জরুরি আশ্রয় কিট ০৩ সেট মাটি ও ধ্বংসস্তুপ অপসারণের যন্ত্রপাতি	৪৭,৪৪৪ বান্ডিল জিআই শীট - ৮১৭ টি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ১০,৪৪০ টি ত্রিপল ২,২০১ টি জরুরি আশ্রয় কিট ০৩ সেট মাটি ও ধ্বংসস্তুপ অপসারণের যন্ত্রপাতি	২৩,৭২২ টি - ২২৮,৭৬০ টি ১০,৮৮০ টি ২,২০১ টি ২০০ টি

সামগ্রী	সরকারের মজুদ (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)	অন্যান্য মানবিক সংস্থার মজুদ (জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৫)	মোট আপদকালীন মজুদ	পরিবারের সংখ্যা
		৩ টি স-মেশিন ১০ টি তাবু ১,৭৫৭ টি প্লাস্টিক শীট ৫০০ রোল দড়ি	৩ টি স-মেশিন ১০ টি তাবু ১,৭৫৭ টি প্লাস্টিক শীট ৫০০ রোল দড়ি	২০০ টি ৩০ টি ১,৭৫৭ টি ৫০০ টি
পানি ও স্যানিটেশন (ওয়াশ)	-	৪২ টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট ৪২ টি পানির ট্যাংক ৬১,৬০০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ১২,৭৩৯ টি জেরি ক্যান ২,১১৭ সেট হাইজিন কিট ৭,০০০ সেট ওয়াশ কিট ৪ টি ওয়াশ টুলকিট ৯০ টি ল্যাট্রিন ৩৩২ টি ল্যাট্রিন স্ল্যাব ২,০০০ টি সাবান ১,০০০ টি মগ ৬,৫০০ টি বালতি ৩ টি পানির পাম্প ৩ টি পানির ফিল্টার	৪২ টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট ৪২ টি পানির ট্যাংক ৬১,৬০০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ১২,৭৩৯ টি জেরি ক্যান ২,১১৭ সেট হাইজিন কিট ৭,০০০ সেট ওয়াশ কিট ৪ টি ওয়াশ টুলকিট ৯০ টি ল্যাট্রিন ৩৩২ টি ল্যাট্রিন স্ল্যাব ২,০০০ টি সাবান ১,০০০ টি মগ ৬,৫০০ টি বালতি ৩ টি পানির পাম্প ৩ টি পানির ফিল্টার	১০,৩০০ টি ১২৯,২২৬ টি ৫,০৫০ টি ৭,৮৮৭ টি ২,১১৭ টি ৭,০০০ টি ৩০০ টি ৪১০ টি ৩৩২ টি ২,০০০ টি ১,০০০ টি ৬,৫০০ টি ৬০০ টি -
জরুরি স্বাস্থ্য	-	১ টি মাতৃদুগ্ধপান কর্নার ২,০০০ সেট মাসিক কিট ৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ১১৬,০০০ খাবার স্যালাইন ২৯ হসপিটাল বেড মেডিক্যাল টিম এবং সকল জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ	১ টি মাতৃদুগ্ধপান কর্নার ২,০০০ সেট মাসিক কিট ৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ১১৬,০০০ খাবার স্যালাইন ২৯ হসপিটাল বেড মেডিক্যাল টিম এবং সকল জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ	১০ টি ৪০০ টি ৪৬০ টি ১৪,০০০ টি ২৯ জন -
লজিস্টিকস	-	৪ টি ওয়্যারহাউস ৬৫,৩৯৫ স্বেচ্ছাসেবক ৫২৪ জন কর্মী ৬ টি জেনারেটর ৪ টি গাড়ি ১,৫৬৩ বন্যা মার্কার ১৮৮ টি সেল ফোন ১,৫৬৩ মেগা ফোন ৯৪ টি ওয়াটার গেজ	৪ টি ওয়্যারহাউস ৬৫,৩৯৫ স্বেচ্ছাসেবক ৫২৪ জন কর্মী ৬ টি জেনারেটর ৪ টি গাড়ি ১,৫৬৩ বন্যা মার্কার ১৮৮ টি সেল ফোন ১,৫৬৩ মেগা ফোন ৯৪ টি ওয়াটার গেজ	- - - - - - - - -

Source: DDM, LGED, Action Aid Bangladesh, ACF, CARE Bangladesh, IFRC-BDRCS, Christian Aid, OXFAM, Muslim Aid, Terre des hommes Foundation, World Vision, UNDP-CDMP, WHO

জরুরি খাদ্য

সারাদেশে খাদ্য শস্যের মজুদ সংরক্ষণের দায়িত্ব খাদ্য অধিদপ্তরের উপরে (খাদ্য মহাপরিচালকের অধীনে)। সারাদেশে সিএসডি, সাইলোজ, এবং এলএসডি গোডাউনসহ খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে খাদ্য মজুদ রাখার জন্য ব্যাপক অবকাঠামো সুবিধা রয়েছে (বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ১২ দেখুন)। চিত্র ১৬ তে প্রদত্ত মানচিত্রে সিএসডি ও সাইলোজের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

দুর্যোগ আগমনের সাথে সাথে জরুরি ত্রাণ ও সাড়াদানের জন্য স্থানীয় এলএসডি এর মাধ্যমে খাদ্য শস্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যে কোনো বন্যাজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে ডিডিএম জিআর এবং অন্যান্য খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানায়। খাদ্য অধিদপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে ডিডিএমকে বরাদ্দ পাঠায় যা সংশ্লিষ্ট এলএসডি যে জেলার অধীনে সেই জেলার ডিসি'র তত্ত্বাবধানে বিতরণ

করা হয়। ২০১৫ সালের সাড়াদান প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ডিডিএম ৬৪ টি জেলার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জিআর বরাদ্দ করেছে।

জরুরি স্বাস্থ্য সেবা

দুর্যোগের সাড়াদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সংকট ব্যবস্থাপনা ও কন্ট্রোল রুম প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সহকারে সার্ভিলেন্স মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। যে কোনো জরুরি সাড়াদানের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ৪৪ টি জরুরি জীবন রক্ষাকারী ওষুধের মজুদ রাখা হয়েছে, এবং এসকল ওষুধের কোনো ঘাটতি দেখা দিলে তা নিয়মিতভাবে পূরণ করা হয়।

জরুরি যোগাযোগ

মানবিক ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর একটি শক্তিশালী জরুরি টেলিযোগাযোগ প্রোগাম গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। এই প্রোগ্রামে দুর্যোগ সাড়াদানে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সহায়তা করতে সম্পদ ও মোবাইল নেটওয়ার্ককে কাজে লাগানো হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বর্তমানে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য নেটওয়ার্কের (DMIN) দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটি আসলে একটি ইন্টারনেট পোর্টালের অধীনে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, এনজিওসমূহ, এবং ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত একটি ওয়েব পোর্টাল। ডিএমআইএন পোর্টালটির সমন্বয় করা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রের (DMIC) মাধ্যমে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো এই পোর্টালের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত।

অনুসন্ধান ও উদ্ধার

বন্যার সময় উদ্ধার কাজ পরিচালনা করতে বর্তমানে ২৫ থেকে ৩০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩১ টি সক্রিয় উদ্ধার নৌকা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। চিত্র ১৮ এ জেলাওয়ারী উদ্ধার নৌকার বণ্টন দেখানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংযুক্তি ১৪ তে আরো বিস্তারিতভাবে তুরে ধরা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৭: সম্পদ সংগ্রহ কৌশল

৭.১ দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার অর্থায়নের সরকারি উৎস

২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে (জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল) ও জেলা পর্যায়ে (জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল, বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি এসওডি অনুসারে ত্রাণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য এনডিএমসি এর অনুরোধক্রমে দুর্যোগের সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় দ্রুত তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করে।

বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক বাজেট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে। ২০১৫-১৬ সালের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রথম বছরের দুর্যোগের ঘটনা মোকাবেলা করতে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য ৩৪,০০,০০,০০০ (প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) টাকা নগদ অর্থ এবং ৮০,০০০,০০০ মেট্রিক টন চাল জিআর সহায়তা হিসেবে সম্পদ সংগ্রহ করেছে। নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৬ সময়ে প্রথম অর্থ বছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে বরাদ্দ সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৭: জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ অর্থ বছরের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ

ক্রমিক নং	মানবিক সাহায্য সামগ্রী	পরিমাণ
১.	খয়রাতী চাল (GR)	২৪,১৩০ মেট্রিক টন
২.	জিআর নগদ অর্থ	৭২,৭০৩,০০০ টাকা
৩.	ঢেউটিন	৪১,৩৯৪ বান্ডিল
৪.	বাড়ি মেরামতের সহায়তা	১,২৭৭,৫৯৯,৫০০ টাকা
৫.	কম্বল	৯২৪,০০০ পিস

বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা দিকনির্দেশনা ২০১৩-২০১৪ অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি সাড়াদানের জন্য ডিডিএম এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৭২,৭০৩,০০০ টাকা (প্রায় ১০০,০০০ মার্কিন ডলার) জিআর অর্থ ২৪,১৩০ মেট্রিক টন জিআর চাল ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট বরাদ্দ দিয়েছে।

৭.২ দুর্যোগে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার অর্থায়নের বেসরকারি উৎস

কতিপয় মানবিক সংগঠন জরুরি সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডে সরকারের মানবিক সাহায্য তৎপরতায় স্ব-উদ্যোগে সম্পূরক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে। এমন সংস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- বিশ্বব্যাংক (WB), এডিবি (ADB), ইকো (ECHO), ডিএফআইডি (DFID), ইসি (EC), ইউএসএইড (USAID), এসডিসি (SDC), অস্ট্রেলিয়ান এইড (AusAid), জাইকা (JICA), ইকেএন (EKN), কোইকা (KOICA), প্রভৃতির মতো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থা।
- জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), ইউনিসেফ (UNICEF), ইউএনডিপি (UNDP), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), আইওএম (IOM)।
- রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট: আইএফআরসি (IFRC), বিডিআরসিএস (BDRCS)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ
- বেসরকারি খাত: ডাচ বাংলা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, অন্যান্যব্যাংকওবেসরকারিসংস্থা

৭.৩ বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য মানবিক স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক ২০১২ ও ২০১৩ সালের জন্য সংগৃহীত সম্পদ

নিচের সারণিতে ২০১২ ও ২০১৩ সালের জন্য বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ, আইএফআরসি-বিডিআরসিএস এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদের মোট পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৮: ২০১২ ও ২০১৩ সালে বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত সম্পদের বিবরণ

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত সম্পদ	২০১৩ সালের সাড়াদান		২০১২ সালের সাড়াদান	
	টাকার অঙ্কে সম্পদের মূল্যমান	শতাংশ	টাকার অঙ্কে সম্পদের মূল্যমান	শতাংশ
বাংলাদেশ সরকারের সাড়াদান	২,৪৫০,৮৬১,৪০০	৬৫.২৯	৮,৫২২,৯০৫,৮৩৮	৭১.৪৭
এনজিও সমূহের সাড়াদান	৮২৬,৩১৩,২৯৪	২২.০১	২,৫১১,৬৯৭,২৯৭	২১.০৬
জাতিসংঘের সাড়াদান	২২৬,১৪২,৭১১	৬.০২	৭৪৭,৬৪৮,০০০	৬.২৭
আইএফআরসি ও বিডিআরসিএস এর সাড়াদান	২৫০,৩৮২,১৪৪	৬.৬৭	১৪৩,৫২৮,১৯৫	১.২০
মোট	৩,৭৫৩,৬৯৯,৫৪৯	১০০.০০	১১,৯২৫,৭৭৯,৩৩০	১০০.০০

৭.৪ সম্পদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা

বাংলাদেশে মানবিক এ্যাক্টরগণ কর্তৃক সম্পদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা হতে বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রিপোর্ট ২০১৩- দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার থেকে দুটি লাভ করা দুটি শিক্ষা এখানে তুলে ধরা হলো (তথ্যসূত্র: ডিডিএম, এমওডিএমআর):

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর অঙ্গীকার অনুযায়ী যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দক্ষতার সাথে সাড়াদানে স্থানীয় সরকারকে সক্ষম করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) জীবন রক্ষা করতে এবং রোগ বালাই ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে তাৎক্ষণিক মানবিক সাড়াদানে বিনিয়োগ করা জরুরি। তবে অন্যদিকে আবার ত্রাণ পর্যায় হতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার পর্যায়ে এবং অবশেষে দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনের পর্যায়ে উত্তরণ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে আরো বেশি প্রচেষ্টা প্রদান অপরিহার্য।

৭.৫ ২০১৪ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনরুদ্ধারের চিত্র

টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢল, উজানে ভারতের প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা এবং দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবল বৃষ্টির ফলে ১৩ আগষ্ট হতে বন্যার সৃষ্টি হয়। টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢলে দেশের নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাংগাইল, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা প্লাবিত হয়। ফলে দেশের ১৮টি জেলার ২.১৫ মিলিয়ন মানুষের বসত-বাড়ি, জীবন ও জীবিকা, ফসল এবং গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বন্যায় প্লাবিত হয়ে ১৪৯,৬৪৫ জন মানুষ গৃহহারা এবং ২১ জন মারা যায়। ৩৩,০০৯ টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ১৭৩,১৩৮ টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২,০৩০টি নলকূপ এবং ৩৯,৫১২টি শৌচাগার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন্যা দূর্গত এলাকার জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ৮১,৫৩০টি গৃহপালিত পশু এবং ১৭৭,৩৪৭.৭৫ হেক্টর আবাদী জমি প্লাবিত হওয়ায় বন্যায় আক্রান্ত এলাকার মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পরে।

Standing Order on Disaster (SOD) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO) বন্যার তথ্যাদি ডি-ফরমে যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সকল উপজেলার ডি-ফরম সংকলন করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে (DDM) প্রেরণ করেন। এছাড়াও বন্যায় আক্রান্ত উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তদের (PIO) সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এর জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র হতে Situation Report (SitRep) প্রকাশ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) বন্যায় আক্রান্ত ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার/ডিপার্টমেন্ট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার তথ্য প্রেরণ নিশ্চত করেন। স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয়।

সারণি ৯: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জনসংখ্যা

সংখ্যা	জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বঃকিঃ)	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা			
				পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১	গাইবান্ধা	৪৮৫.০০	৩৭৭৮৬	৪৬৮৯০	৫০৩৮১	৩৭৩৫৯	১৩৪৬৩০
২	নীলফামারী	৮.০৯৭২	৪১০০	৪৮০০	৫২০০	৫৭০৫	১৫৭০৫
৩	কুড়িগ্রাম	১৩৩৯.৬৫	৯২১৪৮	১২৩৫৫৩	১২৪৮৬২	৫৩২৩২	৩০১৬৪৭
৪	বগুড়া	৩৪০.৭৬	১৪০৯৩৯	১৪৭৫০০	১৩৭৭০০	১৬৭৫২০	৪৫২৭২০
৫	লালমনিরহাট	২০৪.২৯	১২৯৮৭	১৭৬৭৯	১৫০৮২	১২৫১৮	৪৫২৭৯
৬	রংপুর	১৩৪.৩৭	৬৬৫	১৫৮০	৪৮০	০	২০৬০
৭	জামালপুর	১২১১.০০	১০৮২০২	৩১৯৪০৭	১৭২৭৭৬	২৪৬৮২	৫১৬৮৬৫
৮	টাংগাইল	১৮২.০৫	৬৩৮৯১	১০৪৪১২	৯৬৭৭৯	২০৯৮১	২২২১৭২
৯	সিরাজগঞ্জ	৭৭২.০০	১০০৫০০	৮০০	৩০০	১০০	১২০০
১০	ফরিদপুর	৩১২.২৩	৬২৭৭	২৬৩৬৮	২৮৯৬৪	২৩৭৯৭	৭৯১২৯
১১	নেত্রকোনা	৬১২.৯১	১২৩২০	৩২৭৩	২৮০২	৪৭০	৬৫৪৫
১২	সুনামগঞ্জ	১৮৪৯.৬৫	৩৭৫৮৮	২৬০৫৫	২৮৬৯৮	৮৬২০	৬৩৩৭৩
১৩	রাজবাড়ী	২৫২.৫০	১৩৯২০	২২২৬৮	২২০৮৬	৭৩৭১	৫১৭২৫
১৪	মুন্সিগঞ্জ	৭৪.৭৯	২১৩৯	৯৬৩৫	৬১৭০	২৬	১৫৮৩১
১৫	সিলেট	৩৫৯.০০	১৬৮২৩	৭৩২৫১	৫৮৬০১	১৪৬৫০	১৪৬৫০২
১৬	মানিকগঞ্জ	১৪৩.৬৪	৭৬৬৬	১৭০১৭	১৭২৪৭	৭৭৮	৩৫০৪২
১৭	মাদারীপুর	৩৯.০০	১০৬৩	২৫৭৩	২৫০৩	২৩৯	৫৩১৫
১৮	শরিয়তপুর	১০২.৩৫	১৪১২২	২২২৬৮	২২০৭১	৮২৭১	৫২৬১০
	সর্বমোট	৮৪২৩.২৪	৬৭৩১৩৬	৭৯৪৭৮৮	৬২৭৭৩১	২০৪৮৩২	২১৪৮৩৫০

বন্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক মজুদকৃত সম্পদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। বন্যার মোট ক্ষতি হয় ১৮৬,৭০০ লক্ষ টাকা, যা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সারণি ১০: বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ

ক্রঃনং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)	জিআর ক্যাশ (টাকা)	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ বাবদ (টাকা)
১	গাইবান্ধা	৭০০	১,৫০০,০০০	৮১০	২,৪৩০,০০০
২	নীলফামারী	৩০০	৩০০,০০০	৯৯৭	২,৯৯১,০০০
৩	কুড়িগ্রাম	১০৫০	১,২০০,০০০	৯৫০	২,৮৫০,০০০
৪	বগুড়া	৬৫০	১,২০০,০০০	৯৫৩	২,৮৫৯,০০০
৫	লালমনিরহাট	৩৫০	১,৮০০,০০০	৪০০	১,২০০,০০০
৬	রংপুর	৩৫০	৭০০,০০০	৯৫৩	২,৮৫৯,০০০
৭	জামালপুর	৭৫০	২,৬৫০,০০০	৯৬৬	২,৮৯৮,০০০
৮	টাংগাইল	৬৫০	৫০০,০০০	৯৫৬	২,৮৬৮,০০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৭৫০	১,৪৫০,০০০	৯৫০	২,৮৫০,০০০
১০	ফরিদপুর	২৫০	৩০০,০০০	৫৯৪	১,৭৮২,০০০
১১	নেত্রকোনা	৫৫০	১,০০০,০০০	৪৫১	১,৩৫৩,০০০
১২	সুনামগঞ্জ	৩৫০	৬০০,০০০	৬৫৬	১,৯৬৮,০০০
১৩	রাজবাড়ী	৩০০	৪০০,০০০	২৯৩	৮৭৯,০০০
১৪	মুন্সিগঞ্জ	২০০	৬০০,০০০	২৩৭	৭১১,০০০
১৫	সিলেট	২০০	২০০,০০০	২৪০	৭২০,০০০
১৬	মানিকগঞ্জ	২০০	৩০০,০০০	৩৪৯	১,০৪৭,০০০
১৭	মাদারীপুর	১৫০	৩০০,০০০	২৮৮	৮৬৪,০০০
১৮	শরীয়তপুর	২০০	৩০০,০০০	২৪৯	৭৪৭,০০০
	মোট	৭৯৫০	১৫,৩০০,০০০	১১,২৯২	৩৩,৮৭৬,০০০

সংযুক্তি ১: বাংলাদেশে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা

(বাস্তবায়নকাল ২০০৮-২০১২)

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের নাম
১	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	ফরিদপুর সদর	ইশান গোপালপুর	সাদিপুর হাই স্কুল
২	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	ফরিদপুর সদর	আলিয়াবাদ	চাঁদপুর মদনদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৩	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	ফরিদপুর সদর	নর্থ চ্যানেল	কবিরপুর জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় আশ্রয় কেন্দ্র
৪	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	ভাঙ্গা	চন্দ্রা	সোনাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়
৫	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	সদরপুর		খালপাড় বড়শীমূল বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	সালতা (নতুন)	রামকান্তপুর	সালতা ডিগ্রী কলেজ
৭	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	নগরকান্দা	সোনাপুর	গগারদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	চরভদ্রাসন	চরশালপুর	চরশালপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯	ঢাকা বিভাগ	ফরিদপুর জেলা	চরভদ্রাসন	গাজীরটেক	চরনাটাখোলা উচ্চ বিদ্যালয়
১০	ঢাকা বিভাগ	গোপালগঞ্জ জেলা	কোটালীপাড়া	কান্দি	ভেন্নাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১১	ঢাকা বিভাগ	গোপালগঞ্জ জেলা	মকসুদপুর	জলিলপাড়	৯৫ নং জলিলপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১২	ঢাকা বিভাগ	জামালপুর জেলা	বকসীগঞ্জ	তুপকারচর	টুপকারচর কাঠালতলী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৩	ঢাকা বিভাগ	জামালপুর জেলা	ইসলামপুর	ইসলামপুর	পশ্চিম গঙ্গাপাড়া ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৪	ঢাকা বিভাগ	জামালপুর জেলা	মাদারগঞ্জ	জোড়াখালী	কোলাদহ মির্জাগোলাম মোস্তফা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৫	ঢাকা বিভাগ	মাদারীপুর জেলা	শিবচর	বন্দর খোলা	অছিম বেপারী কান্দি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৬	ঢাকা বিভাগ	মানিকগঞ্জ জেলা	দৌলতপুর	বাঞ্ছামারা	শুবুদ্ধি পাচুরিয়া মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৭	ঢাকা বিভাগ	মানিকগঞ্জ জেলা	মানিকগঞ্জ সদর	ভাড়ারিয়া	কারাশপুর লাবণ্য প্রভা উচ্চ বিদ্যালয়
১৮	ঢাকা বিভাগ	মানিকগঞ্জ জেলা	হরিরামপুর	বালরা	বহুয়ালাতলী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
১৯	ঢাকা বিভাগ	কিশোরকগঞ্জ জেলা	ইটনা (নতুন)	রাইটুটি	রাজী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২০	ঢাকা বিভাগ	মুন্সীগঞ্জ জেলা	লোহাগঞ্জ	গোয়াদিয়া	দুলাগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২১	ঢাকা বিভাগ	মুন্সীগঞ্জ জেলা	সিরাজদিখান	বালুচর	কালীনগর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২২	ঢাকা বিভাগ	মুন্সীগঞ্জ জেলা	টঙ্গীবাড়ি	আড়িয়ালখাঁ	নাতিরা ফজুশাহ জুনিয়র হাই স্কুল
২৩	ঢাকা বিভাগ	নেত্রকোনো জেলা	মদন	মাঘান	মাঘান রানী দীনমনি উচ্চ বিদ্যালয়
২৪	ঢাকা বিভাগ	রাজবাড়ী জেলা	গোয়ালন্দ ঘাট	দেবোগ্রাম	তেনা পঁচা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২৫	ঢাকা বিভাগ	নারায়ণগঞ্জ জেলা	নারায়ণগঞ্জ সদর	শান্তাপুরা	চরকিশোরগঞ্জ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২৬	ঢাকা বিভাগ	শরিয়তপুর জেলা	ভেদারগঞ্জ	উনত্তর তারাবুনিয়া	উত্তর তারাবুনিয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২৭	ঢাকা বিভাগ	শরিয়তপুর জেলা	দামুদিয়া	ধানকাঠি	মদেরহাট বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
২৮	ঢাকা বিভাগ	টাঙ্গাইল জেলা	ভুয়াপুর	নিকরাইল	পলোশিয়া রানী দীনমনি উচ্চ বিদ্যালয়
২৯	ঢাকা বিভাগ	টাঙ্গাইল জেলা	গোপালপুর	মেহেনগর	শাখারিয়া ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা
৩০	ঢাকা বিভাগ	টাঙ্গাইল জেলা	মির্জাপুর	মহেরা	সাউয়ালী ভাতকুড়া এম. কে. এ. বি. বালিকা বিদ্যালয়
৩১	ঢাকা বিভাগ	নরসিংদী জেলা	রায়পুরা	পাড়াথালি	মধ্য নগর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

৩২	চট্টগ্রাম বিভাগ	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা	বাঞ্ছারামপুর	রূপশদি	ডঃ রওশন আলম কলেজ সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৩৩	চট্টগ্রাম বিভাগ	চাঁদপুর জেলা	হাইম চর	আলগি উত্তাই	রজন্তী রমনী মোহন উচ্চ বিদ্যালয়
৩৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	চাঁদপুর জেলা	শাহরস্তী	সুচিপাড়া (দক্ষিণ)	রাগে উচ্চ বিদ্যালয়
৩৫	চট্টগ্রাম বিভাগ	কুমিল্লা জেলা	মনোহরগঞ্জ	৩ নং হাসনাবাদ	মনোহরগঞ্জ বাজার সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৩৬	চট্টগ্রাম বিভাগ	লক্ষীপুর জেলা	রাইপুর	দক্ষিণ চরবংশী	চরকাশিয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৩৭	খুলনা বিভাগ	বাগেরহাট জেলা	চিতলমারী	সন্তোষপুর	কালিদাস বড়াল মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়
৩৮	খুলনা বিভাগ	বাগেরহাট জেলা	মোল্লারহাট	কোদালিয়া	হচুরিয়া বাজার বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৩৯	খুলনা বিভাগ	বাগেরহাট জেলা	শরণখোলা	৪ নং দক্ষিণ খালো	সুন্দরবন ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৪০	খুলনা বিভাগ	চুয়াডাঙ্গা জেলা	দামুড়হুদা	কার্পাশডাঙ্গা	কার্পাশডাঙ্গা দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪১	খুলনা বিভাগ	চুয়াডাঙ্গা জেলা	জীবননগর	সীমান্ত	তেতুলিয়া দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪২	খুলনা বিভাগ	যশোর জেলা	কেশবপুর	কেশবপুর	বালিয়া ডাঙ্গা দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪৩	খুলনা বিভাগ	যশোর জেলা	শার্শা	পুঠখালী	শিকরি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪৪	খুলনা বিভাগ	ঝিনাইদহ জেলা	মহেশপুর	তেঁতুলিয়া	পদ্ম পুকুর দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪৫	খুলনা বিভাগ	ঝিনাইদহ জেলা	মহেশপুর	বাঁশবাড়ীয়া	ভৈরব দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৪৬	খুলনা বিভাগ	মেহেরপুরজেলা	মেহেরপুর সদর	বুড়িপোতা	গোবিপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৪৭	খুলনা বিভাগ	নড়াইল জেলা	লোহাগাড়া	কোটাখোল	মাকরাইল কে. কে. এস. ইনস্টিটিউশন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৪৮	খুলনা বিভাগ	সাতক্ষীরা জেলা	আশাশুনি	আনুলিয়া	নাকলা ডিজি কপোতাক্ষ দাখিল মাদ্রাসা
৪৯	খুলনা বিভাগ	সাতক্ষীরা জেলা	সাতক্ষীরা সদর	১৪ নং ফেংরী	জি. ফুলবাড়ী দারগাও আলিম মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৫০	খুলনা বিভাগ	সাতক্ষীরা জেলা	দাভাটা	পারুলিয়া	পারিলুয়া দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৫১	খুলনা বিভাগ	সাতক্ষীরা জেলা	কালীগঞ্জ	থালনা	থালনা দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৫২	খুলনা বিভাগ	সাতক্ষীরা জেলা	শ্যামনগর	গোলা	গোলা দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
৫৩	রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া জেলা	ধুনট	গোসাইবাড়ী	বড় বিলা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৫৪	রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া জেলা	সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি ডিগ্রী কলেজ
৫৫	রাজশাহী বিভাগ	বগুড়া জেলা	সোনাতলা	তেকানি চৌকাইনগড়	মহেশপাড়া আব্দুল মান্নান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৫৬	রাজশাহী বিভাগ	নওগাঁ জেলা	আত্রাই	কলিকাপুর	আটগ্রাম ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা
৫৭	রাজশাহী বিভাগ	নাটোর জেলা	গুরুদাসপুর	খুবজিপুর	বুড়াইল উচ্চ বিদ্যালয় ও ভোকেশনাল কলেজ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৫৮	রাজশাহী বিভাগ	পাবনা জেলা	বেড়া	নতুন বারিঙ্গা	নতুন বারেংগা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৫৯	রাজশাহী বিভাগ	সিরাজগঞ্জ জেলা	সিরাজগঞ্জ সদর	সাইদাবাদ	বড়শিমুল পঞ্চশিলা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬০	রাজশাহী বিভাগ	সিরাজগঞ্জ জেলা	চৌহালী	খাস কাউনিয়া	চৌহালী মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬১	রাজশাহী বিভাগ	সিরাজগঞ্জ জেলা	কাজীপুর	নিশ্চিন্তপুর	উদগারী ডিগ্রী কলেজ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

৬২	রাজশাহী বিভাগ	সিরাজগঞ্জ জেলা	রায়গঞ্জ	ব্রাক্ষাগাছা	সুবর্নগাতি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬৩	রংপুর বিভাগ	গাইবান্ধা জেলা	গাইবান্ধা সদর	মলোশাচর	কাছির বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬৪	রংপুর বিভাগ	গাইবান্ধা জেলা	ফুলছড়ি	২ নং উড়িয়া	বুড়াইল উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয় ও ভোকেশনাল কলেজ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬৫	রংপুর বিভাগ	গাইবান্ধা জেলা	সুন্দরগঞ্জ	বেলকা	বেলকা জহুরুল হক জুনিয়র হাই স্কুল
৬৬	রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম জেলা	চিরমারী	ষোলমারী	কয়েরপুর বীল বিক্রম উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬৭	রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম জেলা	নাগেশ্বরী	জাউকুঠি	নারায়ণপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৬৮	রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম জেলা	রোউমারি	ষোলমারী	ষোলমারী এস. আর. হাই স্কুল
৬৯	রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম জেলা	উলিপুর	বেগমগঞ্জ	খুদিরকুঠি আব্দুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭০	রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম জেলা	উলিপুর	হাতিয়া	হাতিয়া ভবশ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭১	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	লালমনিরহাট সদর	রাজপুর	রাজপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭২	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	লালমনিরহাট সদর	মোল্লাহাট	খাড়ুয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৩	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	লালমনিরহাট সদর	বারোবাড়ী	বিদ্যাবাগীশ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৪	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	লালমনিরহাট সদর	খুনিয়াগাছ	কমলদার পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৫	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	হাতিবান্দা	সিংগীমারী	সিংগীমারী হাতিবান্ধা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৬	রংপুর বিভাগ	লালমনিরহাট জেলা	কালিগঞ্জ	তুষ বন্দর	বৈরথী হাজীরহাট বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৭	রংপুর বিভাগ	নিলফামারী জেলা	নিলফামারী সদর	দলপাড়	দোলপাড় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৮	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ জেলা	আজমীরিগঞ্জ	৪ নং কাকাইলদেও	মমচাঁদ ভূইয়াঁ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৭৯	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ জেলা	বানিয়াচং	১নং বানিয়াচং	দত্ত পাড়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮০	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ জেলা	কমলগঞ্জ	পতোনুসার	পতোনুসুর রামেশ্বরপুর স্কুল ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮১	সিলেট বিভাগ	হবিগঞ্জ জেলা	রাজনগর	কামারচক	আদমপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮২	সিলেট বিভাগ	সুনামগঞ্জ জেলা	দোয়ারাবাজার	মান্নানগঞ্জ	ইন্দনপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৩	সিলেট বিভাগ	সুনামগঞ্জ জেলা	তাহিরপুর	শ্রীপুর দক্ষিণ	মোয়াজ্জেমপুর বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৪	সিলেট বিভাগ	সিলেট জেলা	কানাইঘাট	১ নং পূর্ব লক্ষীপ্রাসাদ	মেছা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৫	বরিশাল বিভাগ	বরিশাল জেলা	আগৈলঝাড়া	বাকাল	আগৈলঝাড়া বিপিএইচ এ্যাকাডেমী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৬	বরিশাল বিভাগ	বরিশাল জেলা	মেহেদিগঞ্জ	ভাসানচর	উত্তর ভাসানচর আসাকিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৭	বরিশাল বিভাগ	বরিশাল জেলা	মুলাদি	১ ভাতমারা	ভাতমারা ইউনিয়ন জুনিয়র হাই স্কুল (পূর্ব পাশে) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৮৮	বরিশাল বিভাগ	বরগুনা জেলা	আমতলী	আমতলী	আমতলী বন্দর হোসেনীয়া ফাজিল মাদ্রাসা

৮৯	বরিশাল বিভাগ	বরগুনা জেলা	বরগুনা সদর	বদরখালী	কুরামখালী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯০	বরিশাল বিভাগ	বরগুনা জেলা	পাথরঘাটা	পাথরঘাটা	করালিয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯১	বরিশাল বিভাগ	ভোলা জেলা	মনপুরা	২ নং হাজীরহাট	চর ফয়জুদ্দিন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯২	বরিশাল বিভাগ	ভোলা জেলা	তজুমদ্দিন	মাংলাছাড়া	দিদার মাঝি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯৩	বরিশাল বিভাগ	ঝালকাঠি জেলা	কাঠালিয়া	শৌলাজালিয়া	দক্ষিণ কইখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯৪	বরিশাল বিভাগ	ঝালকাঠি জেলা	নলচিতি	রানাপাশা	প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ
৯৫	বরিশাল বিভাগ	পটুয়াখালী জেলা	বাউফল	নাজাইরপুর	এএসএম ফিরোজ জুনিয়র হাই স্কুল ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯৬	বরিশাল বিভাগ	পটুয়াখালী জেলা	দশমিনা	রানাগোপালদি	চরবরহাট বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯৭	বরিশাল বিভাগ	পটুয়াখালী জেলা	কলাপাড়া	লতাচাপালি	কুয়াকাটা হাসপাতাল সংলগ্ন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯৮	বরিশাল বিভাগ	পিরোজপুর জেলা	মঠবাড়ীয়া	তুষখালী	ছোট মাছুয়া বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র
৯৯	বরিশাল বিভাগ	পিরোজপুর জেলা	নেসারাবাদ	১০ নং সারেংকাঠি	উত্তর কর্পা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

তথ্যসূত্র: ডিডিএম, ২০১৩

সংযুক্তি ২: জেলাওয়ারী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের বণ্টন

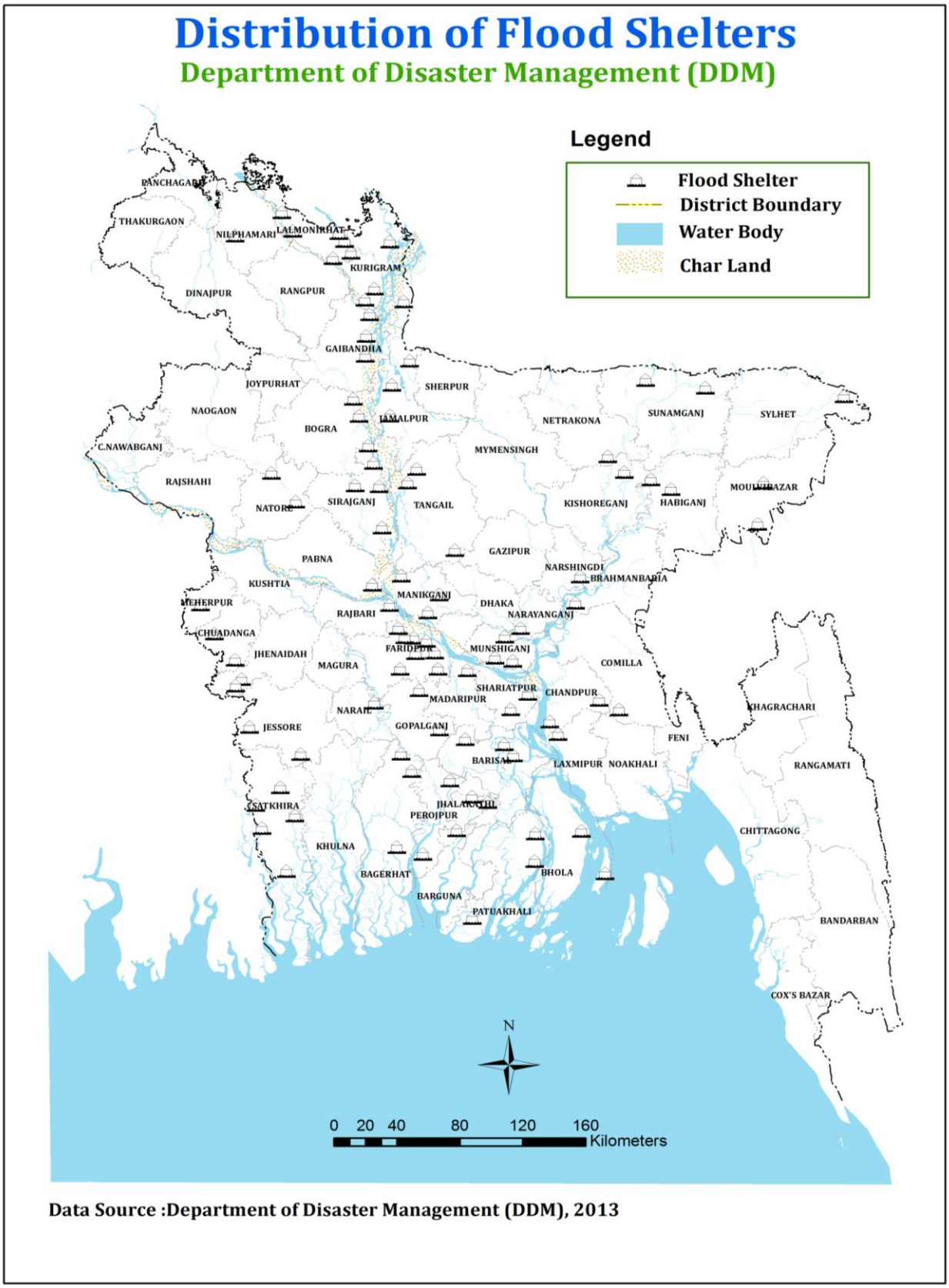

চিত্র ১৯: জেলা পর্যায়ে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্দেশক মানচিত্র

সংযুক্তি ৩: বাংলাদেশে ত্রাণ সামগ্রী আগাম মজুদ রাখার জন্য সংরক্ষণ ডিপো ও সাইলোজের তালিকা

কেন্দ্রীয় মজুদ ডিপো এর তালিকা (সারা বাংলাদেশে)

ক্রমিক	*কেন্দ্রীয় মজুট ডিপোর নাম*	*জেলা*	*উপজেলা*	*মজুদ ধারণ ৰমতা (মেট্রিক টন)*	*মজুদকৃত শস্যের ধরন*	*কেন্দ্রীয় মজুদ ডিপোতে পৌছানোর ব্যবস্থা (সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ)*
১.	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা	৮৫০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/পানিপথ
২.	তেজগাঁও	ঢাকা	ঢাকা	৩৫০০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
৩.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	২০৬৩০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/পানিপথ
৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৭৫৬০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
৫.	দেওয়ানহাট	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৪০০০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
৬.	হালি শহর	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৪৬০০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
৭.	চাঁদপুর	চাঁদপুর	চাঁদপুর	১৩৫০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ
৮.	শান্তাহার	বগুড়া	আদমদীঘি	৪৪৩৫০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
৯.	মূলাডুলি	পাবনা	ঈশ্বরদি	৪২০৬০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
১০.	দিনাজপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর	২০৫০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ
১১.	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল	২৭৭৫০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/পানিপথ
১২.	খুলনা	খুলনা	খুলনা	৭২৪০০	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ
১৩.	মহেশ্বর পাশা	খুলনা	খুলনা	৫৮৮২৭	চাল, গম ও ধান	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ

সাইলোজ এর তালিকা (সারা বাংলাদেশে)

ক্রমিক	*কেন্দ্রীয় মজুট ডিপোর নাম*	*জেলা*	*উপজেলা*	*মজুদ ধারণ ৰমতা (মেট্রিক টন)*	*মজুদকৃত শস্যের ধরন*	*কেন্দ্রীয় মজুদ ডিপোতে পৌছানোর ব্যবস্থা (সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ)*
১.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১০০০০০	গম	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ
২.	আশুগঞ্জ	বি.বাড়ীয়া	আশুগঞ্জ	৫০০০০	গম	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ
৩.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	সিদ্ধিরগঞ্জ	৫০০০০	গম	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ
৪.	শান্তাহার	বগুড়া	আদমদীঘি	২৫০০০	গম	সড়কপথ/রেলপথ
৫.	খুলনা	খুলনা	খুলনা	৮০০	গম	সড়কপথ/রেলপথ/পানিপথ

সংযুক্তি ৪: খাদ্য অধিদপ্তরের সিএসডি ও সাইলোজের অবস্থান

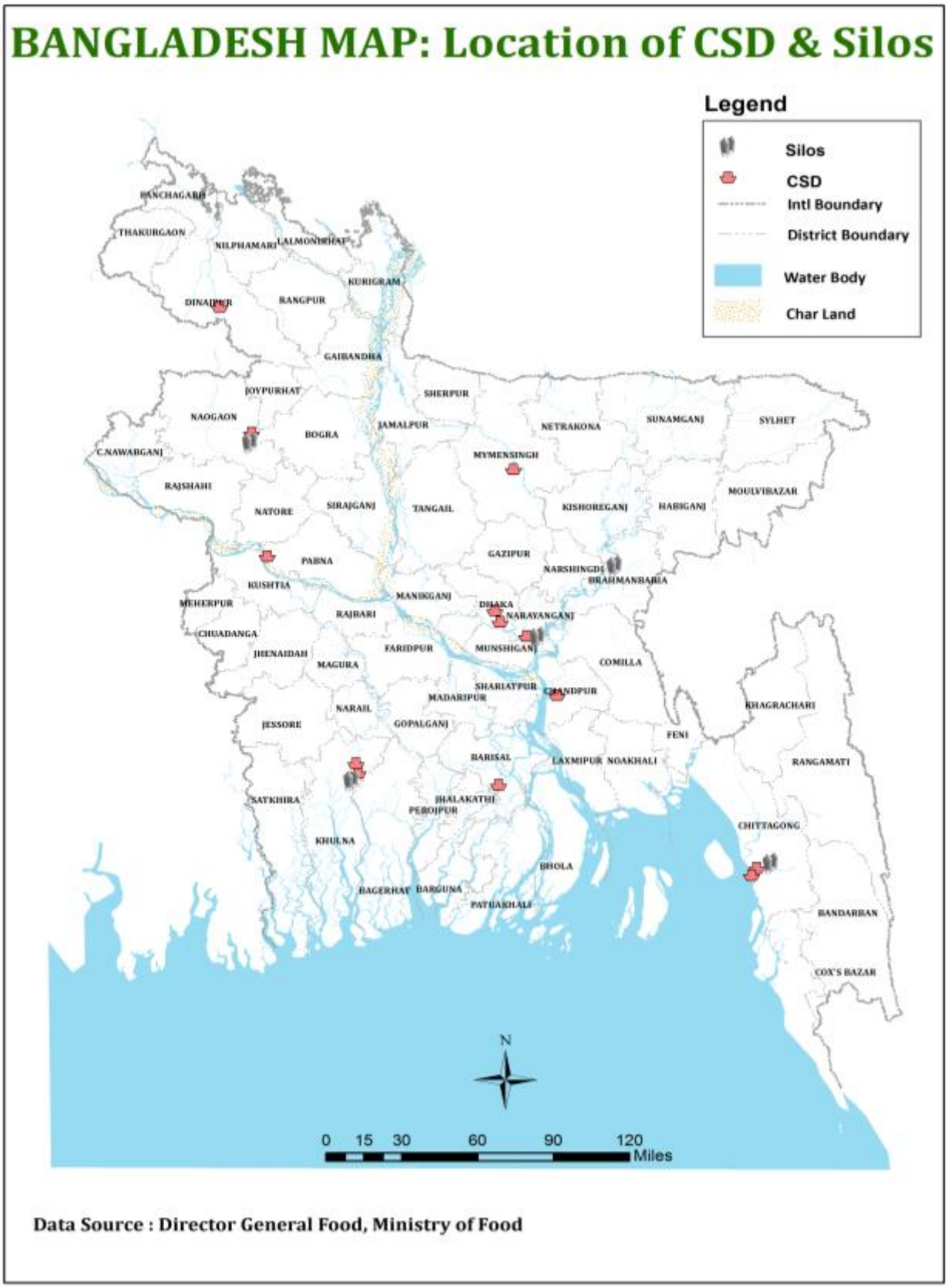

চিত্র ২০: খাদ্য অধিদপ্তরে অধীনে সিএসডি ও সাইলোজের অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র

সংযুক্তি ৫: বাংলাদেশে উদ্ধারকারী নৌকার অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র

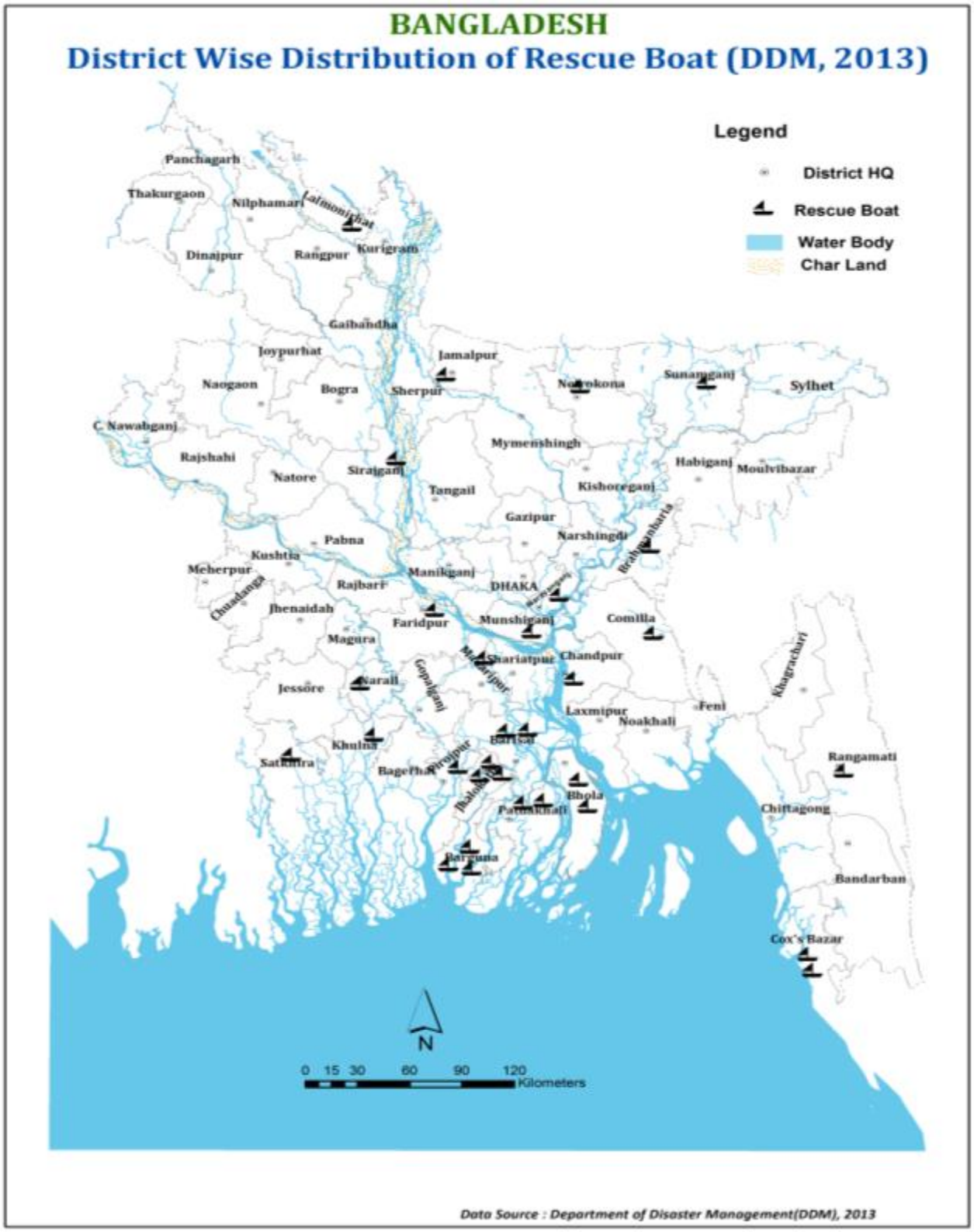

চিত্র ১৮: জেলা পর্যায়ে বন্যায় উদ্ধারকারী নৌকার অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র

সংযুক্তি ৬: ১৯৯৮ এবং ২০০৭ এর বন্যা হতে লব্ধ শিক্ষা

১৯৯৮ সালের বন্যার ঘটনা

১৯৯৮ সালের বন্যা বিশ্বের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী বন্যা। এই বন্যায় বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা নদীর পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল।

প্রভাব

বন্যার পানিতে দেশের দুই তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়েছিল এবং রাজধানী ঢাকা নগরী ২ মিটার পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল। ৩০ মিলিয় মানুষ এই বন্যায় গৃহহীন হয়ে পড়েছিল এবং এক হাজারেও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বন্যার ফলে ফসল ও প্রাণী দূষণে আক্রান্ত হয়েছিল এবং দূষিত পানি থেকে কলেরা ও টাইফয়েডের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। খুব কম হাসপাতালই চালু ছিল কারণ এগুলোও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যেগুলো চালু ছিল সেগুলোতে এত বেশি রোগীর ভিড় ছিল যে চিকিৎসার অভাবে সাধারণ কাটা ছেড়া ক্ষতও মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। ৭০০,০০০ হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়েছিল, ৪০০ টি কলকারখানা বন্ধ হয়েগিয়েছিল, এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ২০% হ্রাস পেয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে দেশের ভিতরেও এক এলাকার সাথে অন্য এলাকার যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে। তবে বন্যার ফলে জমিতে উর্বর পলি জমেছিল যা পরবর্তী মৌসুমে ভালো ফসল হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছিল।

পরিণতি

১৯৯৮ সালের বন্যা সংঘটিত হবার পরপরই যথাসম্ভব প্রাণহানি কমাতে বেশ কিছু স্বল্প মেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সাহায্য কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার দেশে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট রোধের প্রচেষ্টা হিসেবে কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ করেছিল (এবং এছাড়াও সরকার ৩৫০,০০০ টন খাদ্য শস্য অভুক্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করেছিল)। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্বেচ্ছাসেবী ও সাহায্যকর্মীরা বাড়িঘর ও অবকাঠামো মেরামতের কাজে সাহায্য করেছিল।

ভবিষ্যত বন্যা রোধ করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়েছিল। এসকল সুপারিশের মধ্যে ছিল উজান অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ ও ঢাকার চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। তবে অর্থের অভাবে এসকল সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও আবহাওয়ার ধরন পর্যবেক্ষণ ও পরবর্তী বন্যা ঝড়, ভারী বর্ষণের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র SPARRSO নামক একটি আবহাওয়া স্টেশন দান করে।

সারণি ২ এ নির্বাচিত কয়েকটি বছরে বাংলাদেশে মোট কতভাগ এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের মোট দুই তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়েছিল। শুধু ১৯৯৮ সালের বন্যাতেই ১,১০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, ৩০ মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল, ৫০০,০০০ টি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল এবং দেশের ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের বন্যা জুলাই ১২ হতে সেপ্টেম্বর ১৪ পর্যন্ত, অর্থাৎ মোট ৬৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এতে দেশের মোট ৬৮% এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এই প্রলয়ংকরী বন্যাতে দেশের জাতীয় অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এবং সেইসাথে শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তারা নানাপ্রকার দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। চিত্র ১৩ এ উপস্থাপিত মানচিত্রে ১৯৯৮ সালের বন্যার তীব্রতা দেখানো হয়েছে।

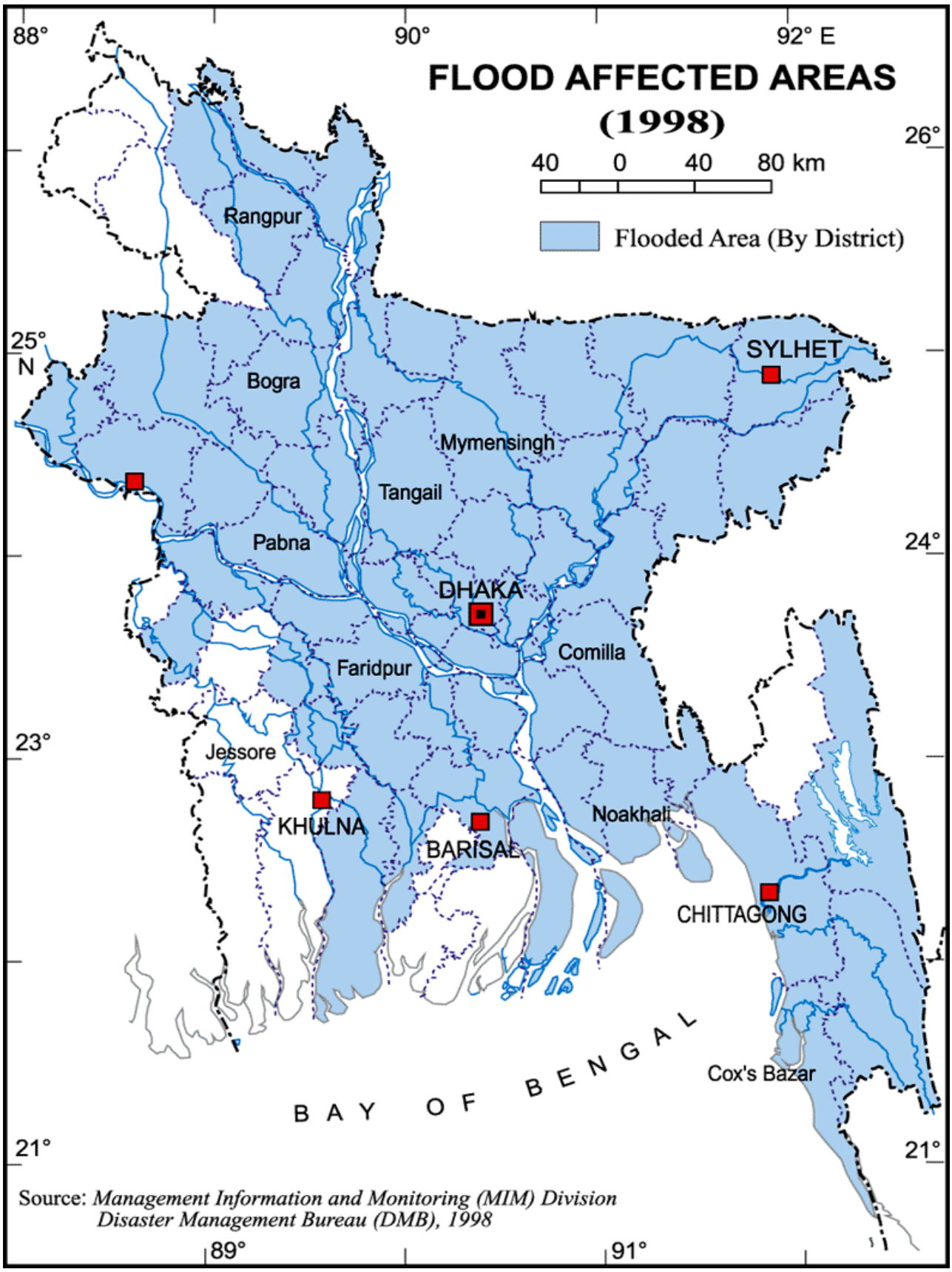

চিত্র ১৩: ১৯৯৮ সালের বন্যার তীব্রতা

২০০৭ সালের বন্যার ঘটনা

২০০৭ সালের বন্যা আসে দুটি ধাপে। প্রথম আঘাতটি আসে হয় ২৪ জুলাই ২০০৭ এর দিকে। এই বন্যার প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত হয় নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, জামালপুর, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলা। পরবর্তী দিনগুলোতে রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা আক্রান্ত হয় এবং ৬ আগস্ট পর্যন্ত ক্রমেই অন্যান্য জেলাগুলোও আক্রান্ত হতে থাকে। সব মিলে এই পর্যায়ে ৩৯ টি জেলা আক্রান্ত হয়। এই বন্যার দ্বিতীয় আঘাতটি আসে ৫ সেপ্টেম্বর এবং এটি ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এতে আগে আক্রান্ত হওয়া ৩৯ টি জেলা ছাড়াও আরো কয়েকটি নতুন জেলা প্লাবিত হয়। এই দুটি পর্যায়ে মোট ৪৬ টি জেলা বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হয় (সংযুক্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রভাব

এই বন্যাতে ৬০০০ বর্গকিলোমিটার চর এলাকাসহ মোট ৩২০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় যাতে প্রায় ১৬ মিলিয়ন মানুষ ও প্রায় ৩ মিলিয়ন বাড়িঘর আক্রান্ত হয়। হাজার হাজার মানুষ বন্যাজনিত স্বাস্থ্য সংকটে পড়ে। ৮৫ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধসে যায়। সেতু ভেঙে পড়া ও নৌকাডুবিসহ বন্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বা বন্যাজনিত অন্যান্য কারণে ৬৪৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়। বন্যায় প্লাবিত এলাকাতে সাঁতার কাটতে গিয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। সেই সাথে পানি দূষণ ও স্যানিটেশন বিপর্যয়ের ফলে আরো অনেক মানুষের মৃত্যু হয়।

পরিণতি

এই অংশে পানি ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নদীর উঁচু পাড়, বাঁধ, পানি নিষ্কাশন খাল, সেচের নালা, স্লুইস গেট, রেগুলেটর, সেতু, কালভার্ট ও সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক। পানি উন্নয়ন বোর্ড অবকাঠামোর সমষ্টিগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিষয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সে অনুযায়ী মোট ৫৫৪৯.৭ মিলিয়ন (৮১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) টাকার সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০০৭ সালের বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ বড় অবকাঠামোগুলোর মধ্যে ছিল ব্রহ্মপুত্রের বামদিকের বাঁধের কিছু কিছু স্থানে আংশিক ক্ষতি (রংপুর ও বগুড়া জেলায়), এবং কোনো কোনো স্থানে সম্পূর্ণ ক্ষতি (সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা)। এছাড়াও রংপুর শহর রক্ষা বাঁধ, সিগাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ, নেত্রকোনা কামলাকান্দা বাঁধের ৫০০ মিটার, গাওকান্দা বাঁধের পূর্ব পাশ, লখার চর থেকে বেটুয়া বাজার সড়ক ও বাঁধ, এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও, এই দুর্যোগের ফলে অফিস ভবন, বাজার, স্কুল, সড়ক (কাঁচা ও পাকা সড়ক, পিচঢালা সড়ক, ফীডার রোড), সেতু ও কালভার্ট, নলকূপ, ল্যাট্রিন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও তাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালের বন্যায় প্রায় ৫৫% সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যার দৈর্ঘ্য ২,৩৪৪ কিলোমিটার। মোট ৫২ টি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল (মোট দৈর্ঘ্য ১৮১১ মিটার)। এলজিইডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪৬ টি জেলাতে মোট ১৪,২৯৪ কিমি রাস্তা (কাঁচা ও পাকা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৮৪৯ টি সেতু ও কালভার্ট, ১৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং ৮ টি গ্রোথ সেন্টার বন্যায় ভেসে যায়। মোট ৭০,৩৬৭ টি নলকূপ তলিয়ে যায়, এবং এর ফলে এসকল নলকূপের পানি দূষিত হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮,৬৬৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ২০৫ টি বিদ্যালয় এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে সেগুলো পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজন পড়ে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৫ টি স্কুল পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৩,৫৫৯ টি স্কুল আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই বন্যাতে মোট ১.১২ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল আংশিক বা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যার আর্থিক মূল্য ৪২১৬৫.৫ মিলিয়ন টাকা (২২২৭০.৬৩ মিলিয়ন বন্যার প্রথম আঘাতে এবং ১৯৮৯৫.২৫ মিলিয়ন দ্বিতীয় আঘাতে)। ব্যক্তিগত জমিতে মাঠে দাড়ানো ফসলের ক্ষতি হয় (রোপা আমন, বীজতলা, বোনা আমন, পাট ও সবজি ক্ষেত)। ৫.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। দুধ, মাংস, ডিম, অবকাঠামো সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ৬০৮.৫৫ মিলিয়ন টাকা (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। মাছের পোনা, বড় মাছ, চিংড়ি ও মাছ চাষের অবকাঠামোসহ মৎস্য খাতে ক্ষতি হয় ১,৯৬৫ মিলিয়ন টাকার। বন খাতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩৭.৮০ মিলিয়ন টাকার যার মধ্যে ছিল গাছ, নার্সারী ও অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি।

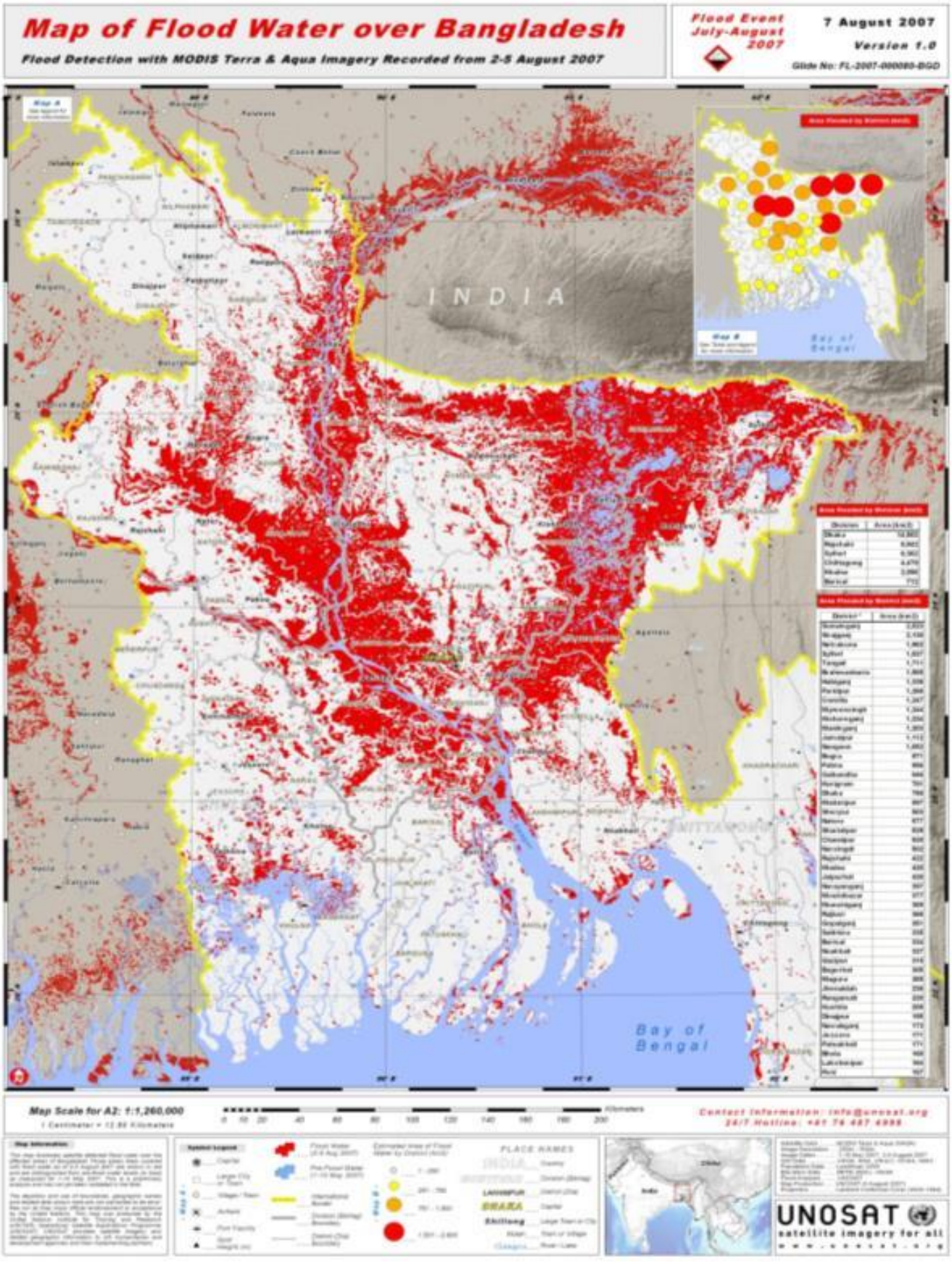

চিত্র ১৪: বন্যা মানচিত্র ২০০৭

সংযুক্তি ৭: বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ (%)

সারণি ৯: বাংলাদেশে বন্যায় বছর ভিত্তিক প্লাবিত এলাকার %

বছর	*বন্যা আক্রান্ত এলাকা*		*বছর*	*বন্যা আক্রান্ত এলাকা*		*বছর*	*বন্যা আক্রান্ত এলাকা*	
	বর্গ কিলোমিটার	*পস্নাবিত এলাকার %*		*বর্গ কিলোমিটার*	*পস্নাবিত এলাকার %*		*বর্গ কিলোমিটার*	*পস্নাবিত এলাকার %*
১৯৫৪	৩৬,৮০০	২৫	১৯৭৫	১৬,৬০০	১১	১৯৯৫	৩২,০০০	২২
১৯৫৫	৫০,৫০০	৩৪	১৯৭৬	২৮,৩০০	১৯	১৯৯৬	৩৫,৮০০	২৪
১৯৫৬	৩৫,৪০০	২৪	১৯৭৭	১২,৫০০	৮	১৯৯৮	১,০০,২৫০	৬৮
১৯৬০	২৮,৪০০	১৯	১৯৭৮	১০,৮০০	৭	১৯৯৯	৩২,০০০	২২
১৯৬১	২৮,৮০০	২০	১৯৮০	৩৩,০০০	২২	২০০০	৩৫,৭০০	২৪
১৯৬২	৩৭,২০০	২৫	১৯৮২	৩,১৪০	২	২০০১	৪,০০০	২.৮
১৯৬৩	৪৩,১০০	২৯	১৯৮৩	১১,১০০	৭.৫	২০০২	১৫,০০০	১০
১৯৬৪	৩১,০০০	২১	১৯৮৪	২৮,২০০	১৯	২০০৩	২১,৫০০	১৪
১৯৬৫	২৮,৪০০	১৯	১৯৮৫	১১,৪০০	৮	২০০৪	৫৫,০০০	৩৮
১৯৬৬	৩৩,৪০০	২৩	১৯৮৬	৬,৬০০	৪	২০০৫	১৭,৮৫০	১২
১৯৬৭	২৫,৭০০	১৭	১৯৮৭	৫৭,৩০০	৩৯	২০০৬	১৬,১৭৫	১১
১৯৬৮	৩৭,২০০	২৫	১৯৮৮	৮৯,৯৭০	৬১	২০০৭	৬২,৩০০	৪২.২১
১৯৬৯	৪১,৪০০	২৮	১৯৮৯	৬,১০০	৪	২০০৮	৩৩,৬৫৫	২২.৮০
১৯৭০	৪২,৪০০	২৯	১৯৯০	৩,৫০০	২.৪	২০০৯	২৮,৫৯৩	১৯
১৯৭১	৩৬,৩০০	২৫	১৯৯১	২৮,৬০০	১৯	২০১০	২৬,৫৩০	১৮
১৯৭২	২০,৮০০	১৪	১৯৯২	২,০০০	১.৪	২০১১	২৯,৮০০	২০
১৯৭৩	২৯,৮০০	২০	১৯৯৩	২৮,৭৪২	২০	২০১২	১৭,৭০০	১২
১৯৭৪	৫২.৬০০	৩৬	১৯৯৪	৪১৯	০.২	২০১৩	১৫,৬৫০	১০.৬

তথ্যসূত্র: এফএফডব্লিউসি (FFWC), ২০১৩

সংযুক্তি ৮: মোট এলাকা, প্লাবিত এলাকা, এবং জেলাভিত্তিক বন্যা র‍্যাংকিং

সারণি ১০: ১৯৯৮ সালেলর বন্যার সময় বিভিন্ন জেলার প্লাবিত এলাকার % ও জেলার ক্ষয়ক্ষতির র‍্যাংক

ক্রমিক	জেলার নাম	মোট এলাকার অংশ (%)	প্লাবিত এলাকা (%)	ডিডিআর	ক্রমিক	জেলার নাম	মোট এলাকার অংশ (%)	প্লাবিত এলাকা (%)	ডিডিআর
১	পঞ্চগড়	০.৯৩	৮.৭২	১	৩৩	পিরোজপুর	১.০০	৩৫.০১	৪
২	ঠাকুরগাঁও	১.২৮	১৩.২১	২	৩৪	ঝালকাঠি	০.৫৪	১৯.০৩	২
৩	নীলফামারী	১.২০	১৬.৯৬	২	৩৫	পটুয়াখালী	২.০৩	২২.৯৯	৩
৪	লালমনিরহাট	০.৮৭	১৬.৮১	২	৩৬	বরগুনা	১.১৮	২৫.৩৬	৩
৫	কুড়িগ্রাম	১.৪৪	৬৪.২০	৭	৩৭	ভোলা	১.৬০	১৬.৮০	২
৬	রংপুর	১.৫৭	১৭.৬০	২	৩৮	শেরপুর	০.৯০	৫৪.৯০	৬
৭	দিনাজপুর	২.৫৫	১৫.০৮	২	৩৯	জামালপুর	১.৪০	৮৭.৫২	৯
৮	গাইবান্ধা	১.৫১	৬৮.৬২	৭	৪০	ময়মনসিংহ	২.৮৫	৪৯.৪১	৫
৯	জয়পুরহাট	০.৬৮	১৩.৯৫	২	৪১	নেত্রকোনা	১.৯৮	৮১.২০	৯
১০	নওগাঁ	২.৩১	৫০.২৯	৬	৪২	কিশোরগঞ্জ	১.৮১	৯২.৪৮	১০
১১	বগুড়া	২.১২	৫৩.৫৫	৬	৪৩	সুনামগঞ্জ	২.৪৭	৮৬.২৯	৯
১২	চাপাইনয়াবগঞ্জ	১.১৬	৭৪.৮০	৮	৪৪	সিলেট	২.১৩	৭৫.০৪	৮
১৩	রাজশাহী	১.৭৪	৫০.৮০	৬	৪৫	মৌলভীবাজার	২.০৯	৬৫.৬৪	৭
১৪	নাটোর	১.৩৩	৫৯.৫৩	৬	৪৬	হবিগঞ্জ	১.৯৭	৭৮.০৬	৮
১৫	সিরাজগঞ্জ	১.৭৩	৯১.৬৬	১০	৪৭	টাঙ্গাইল ।	২.৩০	৭২.৫৬	৮
১৬	পাবনা	১.৬৫	৭৩.৫৭	৮	৪৮	মানিকগঞ্জ	০.৯৮	৮৯.৫৭	৯
১৭	কুষ্টিয়া	১.৩২	৩৫.৩৫	৪	৪৯	গাজীপুর	১.২০	৫০.৭৭	৬
১৮	মেহেরপুর	০.৫৩	২২.৭৫	৩	৫০	নরসিংদি	০.৭৩	৭৮.২৫	৮
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০.৮২	৩২.২১	৪	৫ !	ঢাকা	১.১৩	৮৭.২৩	৯
২০	ঝিনাইদহ	১.৩৫	১২.৮৭	২	৫২	নারায়ণগঞ্জ	০.৫১	৭৮.৮৮	৮
২১	মাগুরা	০.৭১	৩৭.৮০	৪	৫৩	মুন্সীগঞ্জ	০.৭১	৭১.০৬	৮
২২	যশোর	১.৮২	১৮.৩৭	২	৫৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১.৩০	৯২.৭২	১০
২৩	নড়াইল	০.৭০	৬৬.৬৭	৭	৫৫	কুমিল্লা	২.০৫	৫৭.৪০	৬
২৪	সাতক্ষীরা	২.৭৯	১২.১৩	২	৫৬	চাঁদপুর	১.১৭	৫০.৮৬	৬
২৫	খুলনা	২.৯৮	১৯.৮৪	২	৫৭	লক্ষীপুর	১.০৫	১৭.৮৩	২
২৬	বাগেরহাট	২.৭১	২৫.৬১	৩	৫৮	নোয়াখালী	২.১০	৩২.৫৩	৪
২৭	রাজবাড়ি	০.৮৪	৮৯.৯৭	৯	৫৯	ফেনী	০.৬০	১৫.৫০	২
২৮	ফরিদপুর	১.৩৯	৮৮.৮৮	৯	৬০	খাগড়াছড়ি	১.৯৯	১.২২	১
২৯	শরিয়তপুর	০.৮০	৭৮.৯৩	৮	৬১	রাঙামাটি	৩.১৩	১২.০৮	২
৩০	মাদারিপুর	০.৮১	৮৯.১৩	৯	৬২	চট্টগ্রাম	৩.৫৯	১৯.৫০	২
৩১	গোপালগঞ্জ	১.০৯	৯২.৮৮	১০	৬৩	বান্দরবান	৩.১৮	৪.৯৫	১
৩২	বরিশাল	১.৬৭	৫০.৬৩	৬	৬৪	কক্সবাজার	১.৯০	২২.১৮	৩

তথ্যসূত্র: Hydrological Sciences Journal, June 2000(Development of Flood hazard maps of Bangladesh using NOAA-AVHRR images with GIS, Islam Monirul & Sado Kimitersu)

সংযুক্তি ৯: বাংলাদেশে পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ স্টেশনের তালিকা

ক্রমিক	নদীর নাম	পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ স্টেশন	রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	বিপদসীমা (মিটার)	ভরা মৌসুমে পানির উচ্চতা (মিটার)		বিপদসীমার উপরে পানির স্থায়ীত্ব (দিন)	
					১৯৯৮	১৯৮৮	১৯৯৮	১৯৮৮
	ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা							
১.	ধরলা	কুড়িগ্রাম	২৭.৬৬	২৬.৫০	২৭.২২	২৭.২৫	৩০	১৬
২.	তিস্তা	দালিয়া	৫২.৯৭	৫২.২৫	৫২.২০	৫২.৮৯	-	৮
৩.	তিস্তা	কাউনিয়া	৩০.৫২	৩০.০০	২৯.৯১	৩০.৪৩		৩৮
৪.	যমুনেশ্বরী	বদরগঞ্জ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫.	ঘাগট	গাইবান্ধা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৬.	করতোয়া	চক রহিমপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৭.	করতোয়া	বগুড়া	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৮.	ব্রহ্মপুত্র	নুনখাওয়া	২৮.১০	২৭.২৫	২৭.৩৫	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৯.	ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	২৫.০৬	২৪.০০	২৪.৭৭	২৫.০৪	২২	১৫
১০.	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	২০.৬২	১৯.৫০	২০.৩৭	২০.৬২	৬৬	২৭
১১.	যমুনা	সিরাজগঞ্জ	১৫.১২	১৩.৭৫	১৪.৭৬	১৫.১২	৪৮	৪৪
১২.	যমুনা	আরিচা	১০.৭৬	৯.১৪	১০.৭৬	১০.৫৮	৬৮	৩১
১৩.	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	জামালপুর	১৮.০০	১৭.০০	১০.৭৬	১০.৫৮	৬৮	৩১
১৪.	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	ময়মনসিংহ	১৪.০২	১২.৫০	১৩.০৪	১৩.৬৯	৩৩	১০
১৫.	বুড়িগঙ্গা	ঢাকা	৭.৫৮	৬.০০	৭.২৪	৭.৫৮	৫৭	২৩
১৬.	বালু	ডেমরা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
১৭.	লাক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ	৬.৭১	৫.৫০	৬.৯৩	৬.৭১	৭১	৩৬
১৮.	তুরাগ	মিরপুর	৮.৩৫	৫.৯৪	৭.৯৭	প্রযোজ্য নয়	৭০	প্রযোজ্য নয়
১৯.	টঙ্গী খাল	টঙ্গী	৭.৮৪	৬.০৮	৭.৫৪	প্রযোজ্য নয়	৬৬	প্রযোজ্য নয়
২০.	কালীগঙ্গা	তারাঘাট	১০.৩৯	৮.৩৮	১০.২১	১০.৩৯	৬৬	৬৫
২১.	ধলেশ্বরী	জাগীর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২২.	ধলেশ্বরী	রেকাবি বাজার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২৩.	বংশী	নয়ারহাট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	গঙ্গা অববাহিকা							
২৪.	করতোয়া	পঞ্চগড়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২৫.	পুনর্ভবা	দিনাজপুর	৩৪.৪০	৩৩.৫০	৩৪.০৯	৩৪.২৫	৩	৪
২৬.	ইছামতি-যমুনা	ফুলবাড়ি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২৭.	টাঙ্গন	ঠাকুরগাও	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২৮.	আত্রাই (উজান)	ভুসিরবন্দর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
২৯.	মহানন্দা	রোহানপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৩০.	মহানন্দা	চাপাইনবাবগঞ্জ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৩১.	ছোট যমুনা	নওগাঁ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৩২.	আত্রাই	মহাদেবপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৩৩.	গঙ্গা	পাঙ্খা	২২.৯৭	২১.৫০	২৪.১৪	প্রযোজ্য নয়	৬৬	প্রযোজ্য নয়
৩৪.	গঙ্গা	রাজশাহী	২০.০০	১৮.৫০	১৯.৬৮	১৯.০০	২৮	২৪
৩৫.	গঙ্গা	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ	১৫.০৪	১৪.২৫	১৫.১৯	১৪.৮৭	২৭	২৩
৩৬.	পদ্মা	গোয়ালন্দ	১০.০১	৮.৫০	১০.২১	৯.৮৩	৬৮	৪১

ক্রমিক	নদীর নাম	পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ স্টেশন	রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার)	বিপদসীমা (মিটার)	ভরা মৌসুমে পানির উচ্চতা (মিটার)		বিপদসীমার উপরে পানির স্থায়ীত্ব (দিন)	
					১৯৯৮	১৯৮৮	১৯৯৮	১৯৮৮
৩৭.	পদ্মা	ভাগ্যকুল	৭.৫৮	৬.০০	৭.৫০	৭.৪৩	৭২	৪৭
৩৮.	গড়াই	গড়াই রেল ব্রিজ	১৩.৬৫	১২.৭৫	১৩.৪৫	১৩.৬৫	২৫	২৫
৩৯.	গড়াই	কামারখালী	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪০.	ইছামতি	সাকরা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪১.	মাথাভাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪২.	মাথাভাঙ্গা	হাটবোয়ালিয়া	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪৩.	কপোতাক্ষ	ঝিকরগাছা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪৪.	কুমার	ফরিদপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪৫.	আড়িয়ালখাঁ	মাদারিপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৪৬.	সুরমা	কানাইঘাট	১৫.২৬	১৩.২০	১৫.০০	১৫.১০	৭৩	৭৫
৪৭.	সুরমা	সিলেট	১১.৯৫	১১.২৫	১১.৭২	১১.৯৫	১৪	২১
৪৮.	সুরমা	সুনামগঞ্জ	৯.৪৬	৮.২৫	৮.৯০	৯.০৩	৫৬	৬২
৪৯.	কুশিয়ারা	আমালশীদ	১৮.২৮	১৫.৮৫	১৭.৬০	১৭.৫০	৫৪	৬৫
৫০.	কুশিয়ারা	শেওলা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫১.	কুশিয়ারা	শেরপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫২.	সারিগোয়াইন	সারিঘাট	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫৩.	মনু	মনু রেইলি	২০.৪২	১৭.০৭	১৮.৬৩	১৮.৯৫	৬	৬৬
৫৪.	মনু	মৌলভিবাজার	১৫.৫০	১১.৭৫	১১.৬৮	১৩.০১		২৫
৫৫.	খোয়াই	বাল্লাহ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫৬.	খোয়াই	হবিগঞ্জ	১২.০০	৯.৫০	১১.৪৪	১১.০০	৮	১৪
৫৭.	ধলাই	কমলগঞ্জ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫৮.	ভুগাই	নাকুয়াগাঁ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫৯.	জাদুকাটা	লোরেরগড়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৬০.	সোমেশ্বরী	দুর্গাপুর	১৫.৫৮	১৩.০০	১৩.৯২	১৪.৩১	৭	৩০
৬১.	কংস	জারিয়াজানজাল	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৬২.	মেঘনা	ভৈরব বাজার	৭.৬৬	৬.২৫	৭.৩৩	৭.৬৬	৬৮	৬৮
৬৩.	গোমতি	কুমিল্লা	১৩.৫৬	১০.৩৮	১২.৭৯	১১.৮০	১৭	১৭
৬৪.	গোমতি	দেবিদার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৬৫.	মেঘনা	চাঁদপুর	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	দক্ষিণ পূর্ব পাহড়ী অববাহিকা							
৬৬.	মুহুরী	পরশুরাম	১৫.০৩	১৩.০০	১৪.৬০	১২.৪২	৯	৪৮
৬৭.	হালদা	নারায়ণ হাট	১৮.০৫	১৫.২৫	১৬.৫৭	প্রযোজ্য নয়	২১	প্রযোজ্য নয়
৬৮.	হালদা	পাঁচপুকুরিয়া	১১.৫৫	৭.০০	১০.৪৪	১০.০৫	৪	৬
৬৯.	সাঙ্গু	বান্দরবান	২০.৩৮	১৫.২৫	১৫.২৫	১৬.৮০	১	৩
৭০.	সাঙ্গু	দোহাজারী	৯.০৫	৫.৭৫	৭.৪২	প্রযোজ্য নয়	২	প্রযোজ্য নয়
৭১.	মাতামুহুরী	লামা	১৫.৪৫	১২.২৫	১৩.০৫	১২.১৮	২	-
৭২.	মাতামুহুরী	চিরিঙ্গা	৬.৮৩	৫.৭৫	৬.৮৫	প্রযোজ্য নয়	৫	প্রযোজ্য নয়
৭৩.	ফেনী	রামগড়	২১.৪১	১৭.৩৭	১৫.৫৮	১৭.৫০	১	প্রযোজ্য নয়

তথ্যসূত্র: বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC)

সংযুক্তি ১০: বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের তালিকা

ক্রমিক	কমিউনিটি রেডিও কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
১.	কৃষি, খামারবাড়ি, ঢাকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	আমতলী উপজেলা, বরগুনা
২.	রেডিও চিলমারী, আরডিআরএস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	চিলমারী, কুড়িগ্রাম
৩.	লোকবেতার, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	বরগুনা সদর, বরগুনা
৪.	নালতা রেডিও, নালতা হাসপাতাল ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা
৫.	রেডিও মুক্তি, এলডিআরএস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	শেরপুর, বগুড়া
৬.	রেডিও পল্লীকথা	মৌলভীবাজার সদর উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা
৭.	রেডিও সাগরগিরি, ইয়াং পাওয়ার ইন সেশাল এ্যাকশন (YPSA) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
৮.	রেডিও বারীন্দ, হিউম্যান রাইটস্ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	নওগাঁ সদর উপজেলা, নওগাঁ
৯.	রেডিও মহানন্দা, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলা, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা
১০.	রেডিও পদ্মা, সিসিডি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	রাজশাহী সদর, রাজশাহী জেলা
১১.	রেডিও ঝিনুক, সৃজনী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা
১২.	রেডিও বিক্রমপুর, ইসি বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ জেলা
১৩.	রেডিও সুন্দরবন, ব্রডকাস্টিং এশিয়া ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	কয়রা উপজেলা, খুলনা জেলা
১৪.	রেডিও নাফ, এ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন এ্যান্ড লিগ্যাল এইড ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার জেলা
১৫.	রেডিও মেঘনা (প্রস্তাবিত)	চরফ্যাশন. ভোলা জেলা
১৬.	রেডিও স্বন্দ্বীপ (প্রস্তাবিত)	হাতিয়া, নোয়াখালী জেলা

তথ্যসূত্র: (BNNRC) - বাংলাদেশ এনজিও'জ নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এ্যান্ড কমিউনিকেশন

বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

মো: কামরুল হাসান
যুগ্মসচিব(দুবক-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২ ৯৫৪০৩৪০

মো: ইফতেখারুল ইসলাম
পরিচালক (ত্রাণ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক
মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় ও নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের অর্থায়নে:

Australian Aid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.